৯ অজ্ঞান ব্যাক্তি ও তাহাতে চুক করিবে না। কোন সিংহ সেখানে হইবে না এবং জন্তুদমক সে স্থানে যাবে না সেখানে ও পাওয়া যাবে না কিন্তু মুক্ত লোক ১০ তাহাতে গমন করিবে। বটে য়িহ্বহার মুক্ত লোক ফিরিবে তাহারা তয়ং ধ্বনি করিতেং জীয়নে উত্তরিবে তাহারদের মাথায় নিত্য আহ্লাদ মুকুট হইবে তাহারা আনন্দ এবং আহ্লাদ পাইবে এবং শোক ও কোঁকান পলাইবে।—

পর্ব্ব ৩৬ হুজকীহা রাজার চতুর্দ্দশম বৎসরে আশোরের সনক্ষরিব রাজা য়িহোদার দেয়ালবেড়া সকল সহরের বিরুদ্ধে আসিয়া করতল করিল। ২ তৎকালে আশোরের রাজা রবশকা বহু সৈন্যের সহিত লখিশ হইতে য়িরোশলয়ে হুজকীহা রাজার কাছে পাঠাইল এবং সে উত্তরিয়া ওদিগের পুষ্করণীর মাথায় ধোবার ভূমিতে যাওন পথে দাণ্ডাইল। ৩ সে কালে হুলকীহার পুত্র আলিকিম রাজ বাটীর কর্ত্তা এবং শবনা অধ্যাপক এবং ৪ আসফের পুত্র য়োয়া দপ্তরি তাহার কাছে গেলে রবশকা কহিল তোমরা হুজকীহাকে কহ মহারাজ আশোরের রাজাই এ কথা কহেন এ যে তুমি বিশ্বাস ৫ করিতেছ তাহার কারন কি। তুমি কহিয়াছ কিন তাহা অনর্থক কথা আমার রন করন পরামর্শ ও বল প্রচুর আছে এক্ষন দেখিদিকি কাহার উপর বিশ্বাস ৬ করিতেছ যে আমাকে হেয়জ্ঞান করিতেছ। তুমি এ

ভাঙ্গা নল মিস্রে অবশ্য বিশ্বাস করিতেছ দেখ কেহ তাহার ওপর ভর দিলে তাহা তাহার হাত ফুড়িবে। মিস্রের রাজা ফারোউা তাহার সকল শরনাগতের
৭ দিগে এই মত আছে। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে এ ওত্তর দেও আমরা য়িহুহা আমারদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করি সে কি তিনি নহেন যাহার ওচ্চ স্থান ও কুণ্ড হিস্কীহা লড়াইয়া য়িহোদা ও য়িরোশিলয়মের দিগকে কেবল এ কুণ্ডের নিকট ভজনা করিতে আজ্ঞা
৮ দিয়াছে। তোমরা আমার এ কথা পরিগ্রহ কর আমার প্রভু আশোরের রাজার সহিত বন্দোবস্ত করহ পরে তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিব যদি
৯ তাহারদের আশোয়ারি দিতে পার। তবে আমার প্রভুর অতিনীচ সেনাপতিরদের মধ্যে যে জন তোমার সহিত রন করিতে আইসে তাহাকে কেমন করিয়া ফিরাইবা। তুমি কি বিশ্বাস করিতেছ যে মিস্র
১০ তোমার কারন রথ ও শোয়ারি যোগাইবে। আমি ও কি য়িহুহা ব্যতিরেক এ দেশ নষ্ট করিতে আসি য়াছি য়িহুহা আমাকে কহিয়াছেন তুমি যাইয়া এ দেশ নষ্ট কর।—
১১ তখন আলিকিম ও শবনা ও য়োয়া রবশাকাকে বলিল আপনি অনুগ্রহ করিয়া শরী ভাষা তোমার দাসেরদিগকে কহন কেননা আমরা তাহা বুঝি এবং দেয়ালোপরস্থ লোকেরদের শ্রবনে য়িহুদীর
১২ দের ভাষা কহন না। কিন্তু রবশাকা বলিল আমার প্রভু কি মাত্র তোমার মনিবকে ও তোমাকে

কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন ও দেয়ালোপরস্থ লোকেরদের কাছে নহে তোমারদের সহিত যাহার
১৩ দের ভোজ্য স্ববিষ্ঠা ও পেয় স্বমুত্র। তৎপরে রবশকা দাণ্ডাইয়া ও চীৎকার করিয়া য়িহোদীরদের ভাষায় কহিল তোমরা মহারাজা আশোরের রাজার
১৪ কথা শুনহ। মহারাজা এ কথা কহেন সাবধান হও হ্রুজকীহা যেন তোমারদিগকে প্রবঞ্চনা করে না কেননা তোমারদিগকে রক্ষা করিতে তাহার
১৫ সাধ্য নহে। য়িহুহা অবশ্য আমারদিগকে পরিত্রাণ করিবেন এ সহর আশোরের রাজার করতল করিতে হবে না হ্রুজকীহা এ কথা কহিয়া যেন য়িহুহায় বিশ্বাস করিতে তোমারদিগকে
১৬ লওয়ায় না। হ্রুজকীহার কথা শুনিও না কেননা আশোরের রাজা এ কথা কহেন আমার সহিত ঐক্যবাক্য করিয়া আমার কাছে বাহিরে আইসহ এবং প্রতি জন আপনং দ্রাক্ষা গাছের ফল ও প্রতি জন আপনং ডুম্বুর বৃক্ষের ফল খাও প্রতিজন ও
১৭ আপনং কূপের জল পান করহ আমি আসিয়া তোমারদের স্বদেশের মত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র পূর্ণদেশে তোমারদিগকে লইয়া
১৮ যাওন পর্য্যন্ত। য়িহুহা আমারদিগকে পরিত্রাণ করিবেন হ্রুজকীহা এ কথা কহনেতে ও যেন তোমার দিগকে ভণ্ডন করে না। অন্য দেশীয়েরদের দেবেরা কি আপনং দেশ আশোরের রাজার হাত হইতে রক্ষা
১৯ করিয়াছে। হ্মাত ও আর্পদের দেবেরা কোথায়

শাবেরাইমের দেবতারা কোথায় তাহারা কি
২০ সমরোন আমার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। সে
দেশের সকল দেবেরদের মধ্যে কেটা আছে
যে স্বদেশ আমার হাত হইতে মুক্ত করিয়াছে
যে য়িহূহা য়িরোশলম আমার হাত হইতে মুক্ত
করিবেন। কিন্তু লোক চুপ করিয়া এক কথা মাত্র
প্রত্যুত্তর দিল না কেননা রাজার আজ্ঞা ছিল প্রত্যুত্তর
২১ দিও না। তখন হুলকিহার পুত্র আলিকিম
রাজ বাটীর কর্ত্তা ও শবনা অধ্যাপক এবং
আসফের পুত্র য়োয়া দপ্তরি বস্ত্র ছিড়িয়া
হুজকীহার নিকটে আইল এবং রাবশকার কথা
বলিল।—

পর্ব্ব হুজকীহা রাজা তাহা শুনিয়া আপন বস্ত্র ছিড়িলেন
৩৭ ও চট পরিলেন ও য়িহূহার ঘরে গেলেন। পরে তিনি
আলিকিম রাজবাটীর কর্ত্তা ও শবনা অধ্যাপক এবং
যাজকেরদের প্রাচীন লোকেরদিগকে চট পরিধানিত
আমোজের পুত্র য়িশাত্তীহা পয়গম্বরের নিকটে
৩ পাঠাইলেন। তাহারা তাহাকে বলিল হুজকীহা
এই কথা কহেন অদ্যকার দিবস ক্লেশ ও ধমকান ও
অপমানের দিবস কেননা বালকেরদের জন্মকাল
৪ আছে কিন্তু প্রসব করন বল নহে। আহা যদিও
তোমার ঈশ্বর য়িহূহা জীবত ঈশ্বর নিন্দা করণার্থে
আশোরের রাজার রবশকা প্রেরিতের কথা
শুনিবেন এবং যে কথা য়িহূহা তোমার ঈশ্বর

শুনিয়াছেন সে কথার ওত্তর যদিত দিবেন তুমি ও
৫ লোকের বক্রি দরিদ্রেরদের কারন কামনা কর। পরে
হ্রুজকীহা রাজার দাসেরা যিশঙীহার নিকট ওপস্থিত
৬ ছিল। এবং যিশঙীহা তাহারদিগকে বলিলেন
তোমারদের নাথকে এ কথা কহ। যিহহা এ কথা কহেন
যে কথা তুমি শুনিয়াছ ও যাহাতে আশোরের রাজার
দাস আমাকে পাষণ্ড করিয়াছে সে কথার কারন
৭ ভীত হইও না। দেখ আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা
প্রবেশ করাইব এবং সে সমাচার শুনিয়া নিজ দেশে
ফিরিবে এবং নিজ দেশে ও তলোয়ারের কোপে তাহাকে
নিপাত্ত করাইব।—

৮ তৎপরে রবশকা ফিরিয়া আশোরের রাজা
লবনা সৈন্য ব্যস্ত করনেতে পাইল কেননা তাহার
৯ লখিশ ছাড়ন সম্বাদ পাইয়াছিল। এবং
যখন সনহ্বরিব মশ দেশের তর্হাকা তাহার সহিত
রন করনার্থে আগমনের সমাচার পাইয়াছিল
তখন সে পুনর্ব্বার হ্রুজকীহার নিকট দুত পাঠাইয়া
১০ বলিল। যিহোদার হ্রুজকীহা রাজাকে এ কথা কহ
তোমার যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছ তিনি যিরোশলম
আশোরের রাজার করতলে হইবে না এ কথা কহনেতে
১১ যেন তোমারদিগকে ভণ্ডেন না। তুমি অবশ্য
শুনিতে পাইয়াছ আশোরের রাজারা সকল দেশে কি
করিয়াছে যে তাহা ষোলয়ানা বিনাশ করিয়া...
১২ তবে কি তুমি পরিত্রান পাইবা। গোজন ও
হরন ও রছফ ও তলশর নিবাসী ওদনের সন্তানেরা

যাহারদিগকে আমার পৈত্রিক লোকেরা নিপাত করিল সে দেশস্থেরদের ঠাকুরেরা কি তাহারদের উদ্ধার
১৩ করিয়াছে। হমাত ও আর্পদের রাজা কোথায় এবং শপরোইম নগর ও হনা ও য়িবার রাজার কোথায়।—

১৪ হুজকীহা সে পত্র দূতের হাতে লইয়া পাঠ করিল পরে য়িহ্বহার মন্দিরে যাইয়া তাহা মেলাইলেন
১৫ য়িহ্বহার সম্মুখে। পরে হুজকীহা য়িহ্বহার স্থানে
১৬ এ কথা নিবেদন করিলেন। হে য়িশরালের ঈশ্বর সৈন্যের ঈশ্বর খরবীরদের মধ্যস্থলস্থ য়িহ্বহা তুমি তুমিই কেবল পৃথিবীর সকল দেশীয়েরদের ঈশ্বর তুমি
১৭ স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ। হে য়িহ্বহা অবধান করিয়া শুন হে য়িহ্বহা চক্ষু মেলিয়া দেখ সনহ্করিবের যে সকল কথা জীবত ঈশ্বরের অপমান করণের
১৮ নিমিত্ত পাঠাইয়াছে সেই কথা শুন। হে য়িহ্বহা সত্য আশোরের রাজারা সমস্ত দেশীয়েরা ও তাহারদের
১৯ দেশ নাশ করিয়াছে। তাহারদের দেবতা ও অগ্নিতে ফেলিয়াছে কেননা তাহারা ঈশ্বর নহে কিন্তু মনুষ্যের হাতকৃত কাষ্ঠ পাথর মাত্র অতএব তাহার
২০ দিগকে নষ্ট করিতে পাইয়াছে। কিন্তু হে য়িহ্বহা আমারদের ঈশ্বর আমরা নিবেদন করি সম্প্রতি তাহার হাত হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর পৃথিবীর সকল রাজ্যের জানিবার জন্য যে তুমি হে য়িহ্বহা কেবল ঈশ্বর আছ।—

২১ তারপর আমোচের পুত্র য়িশঔীহা হুজকীহার ঠাঁই

এ কথা পাঠাইয়া দিলেন যিহুহা যিশরালের ঈশ্বর এ কথা কহেন তোমার যে নিবেদন আশোরের সনহেরিব রাজার বিষয় আমার স্থানে করিয়াছ তাহা
২২ আমি শুনিয়াছি। এ সে কথা যাহা যিহুহা তাহার বিষয় কহিয়াছেন চীয়নের আইবড় কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিয়াছে সে তোমাকে পরিহাস করিয়াছে যিশোলমের কন্যা তোমার পাছে মাথা নড়াইয়াছে।
২৩ তুমি কাহাকে নিন্দা করিয়াছ ও গালাগালি দিয়াছ এবং কাহার বিরুদ্ধে চেঁচাইতেছ এবং চক্ষু ঊর্দ্ধ করিয়াছ তাহাই যিশরালের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে।
২৪ তোমার দুতের মারফত তুমি এ কথা কহিয়া যিহুহাকে নিন্দা করিয়াছ আমার অনেক রথে পর্ব্বতের শৃঙ্গে লবাননের ওপরেই গিয়াছি ও তাহার ঊর্দ্ধ আরজ বৃক্ষ ও তাহার উত্তম বরশ বৃক্ষ আমি কাটিয়া ফেলিব তাহার নিবিড় স্থান তাহার বৃক্ষবান কাননে
২৫ আমিও যাইব। আমি খনন করিয়া অন্যেরদের জল পীয়াছি আমার পদতালুয়ায় ও দেয়াল বেড়া
২৬ স্থানের সকল দাঁড়া শুষ্ক করাইয়াছি। তুমি কি অনেক দিনাবধি শুনিতে না পাইয়াছ যে আমি তাহা নিরূপন করিয়াছি এবং পূর্ব্ব কালবধি নহে যে আমি তাহা নির্ম্মান করিয়াছি এক্ষন তুমি যোদ্ধলোক ও মজবুত বেড়া নগর বিনাশী হওনার্থে তাহা পুন
২৭ করিয়াছি। সেই কারণ তাহারদের প্রজা অল্প পরা[illegible] ছিল তাহারা ভয়াকুল ও লজ্জাকর্ষিত ছিল তাহারা ক্ষেত্রের ঘাস ও তাজা তৃণ ও ঘরের চালের

উপরস্থিত ঘাস এবং অপক্ব শুষ্ক শস্যের ন্যায় ছিল।
২৮ কিন্তু তোমার বসন ও বাহিরে যাওন ও ভিতরে আইসন ও আমার বিরুদ্ধে তোমার যে রাগ সেই
২৯ আমি জ্ঞাত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে তোমার যে রাগ ও যে অহঙ্কার সে আমার কর্ণ গোচরে আসিয়াছে সেকারণ আমার বরসি তোমার নাকে ও আমার লাগাম তোমার মুখে দিব এবং তোমাকে
৩০ আপনার আগমন পথ দিয়া ফিরাইব। এ ও তোমার কারণ এক চিহ্ন হবে যাহাং আপনি বাড়ে তাহা এ বৎসর খাও এবং যাহাং অমনি বৃদ্ধি হয় তাহা দ্বিতীয় বৎসর খাও তৃতীয় বৎসরে বীজ বুন ফসল কাট এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র রুপিয়া তাহার ফল ভোজন
৩১ করহ। এবং যিহোদা বংশের যাহারা বাঁচে তাহারা নীচে শিকড় গাড়িবে এবং উপরে ফল ফলিবে কেননা যিরোশলম হইতে বকি ও চীয়ন পর্ব্বৎ হইতে বাঁচা যত এই সকলে বাহিরে যাবে সৈন্যের যিহুহার
৩২ উদ্যোক্তা ইহা করিবে। অতএব আশোরের রাজার বিষয় যিহুহা এ কথা কহেন সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না সেখানে ও বান এড়িবে না ও তাহার সন্মুখে ঢাল দেখাইবে না এবং ঢিপি ও তাহার
৩৩ বিরুদ্ধে করিবে না। যিহুহা বলেন যে পথ দিয়া আইল সে পথ দিয়া বাহুড়িবে এবং এ সহরে আসিবে
৩৪ না। আমি ও আপনার্থে এবং আমার দাওদ দাসার্থে উদ্ধারের নিমিত্ত এ নগর রক্ষা করিব।—

৩৫ পরে য়িহুহার দূত যাইয়া আশোরের সৈন্যস্থলে এক লক্ষ পঞ্চাশি সহস্র লোককে মারিল লোকেরা ৩৬ প্রত্যুষে উঠিয়া দেখে তাহারা সকল মরা মানুষ । তখন আশোরের সনাক্ষরব রাজা প্রস্থান করিল এবং যাইয়া ৩৭ বাহুড়িল ও নিনবায় বাস করিল । এবং তাহার নিশ্রখ দেবের মন্দিরে পূজা করন কালে তাহার আদ্রাম্মলখ ও শরজের পুত্রেরা তাহাকে তলোয়ার দিয়া মারিল পরে তাহারা আরারট দেশে পলাইল এবং তাহার এসরক্ষদন পুত্র তাহার স্থানে কর্ত্তৃত্ব করিল ।

পর্ব্ব ৩৮ সে কালে হুজকীহা মরণ মত পীড়িত ছিল এবং আমোজের পুত্র য়িশঙীহা পয়গাম্বর তাহার নিকটে আসিয়া বলিল য়িহুহা এ কথা কহেন তোমার বাটীর সকল কিছুর আজ্ঞা দেও কেননা তুমি ২ মরিবা তুমি আর বাঁচিবা না । তাহাতে হুজকীহা দেয়ালেরদিগে মুখ ফিরাইয়া য়িহুহার কাছে কামনা ৩ করিলেন এবং বলিলেন হে য়িহুহা আমি এই নিবেদন করি আমি সত্যতায় এবং সাধুহৃদয়ে করনে তোমার গোচরে আচরিতে কেমন তত্পরচিত হইয়াছিলাম এবং যাহা তোমার দৃষ্টে প্রকৃত তাহা করিয়াছি এই তুমি মনে কর । পরে হুজকীহা ক্রন্দন ৪ ও বড় হাহাকার করিলেন । য়িশঙীহা মাঝে উঠান হইতে যাওনের পূর্ব্বে য়িহুহার এ কথা তাহার ৫ কাছে আইল তুমি যাইয়া হুজকীহাকে কহ য়িহুহা তোমার গোত্র দাঊদের ঈশ্বর এ কথা কহেন আমি তোমার কামনা শুনিয়াছি আমি তোমার চক্ষুজল

দেখিয়াছি। দেখ আমি তোমাকে সুস্থ করিবা তৃতীয় দিনে তুমি য়িহুহার মন্দিরে যাইবা তোমার পরমায়ু ও পঞ্চদশ বৎসর অধিক করিব।
৬ আমি ও তোমাকে ও এ নগর আশোরের রাজার হাত হইতে পরিত্রাণ করিব এবং এ সহর রক্ষা
৭ করিব। পরে হুজকীহা বলিল আমি কি চিহ্নেতে
৮ জানিব যে য়িহুহার ঘরে যাইব। য়িশাওঁহা বলিল য়িহুহা তাহার যে ওক্ত বাক্য তোমার কাছে পূর্ণ করণ
৯ তাহার এ চিহ্ন য়িহুহা হইতে। দেখ আহজের ঘড়িতে যে অতীত দণ্ড তাহাই আমি ছায়া দশ দণ্ড ফিরাইব। পরে সূর্য্য ফিরিয়া যে দণ্ড পূর্ব্বে বহিয়াছিল তাহার
১০ দশ দণ্ড ঘুরিল। এবং য়িশাওঁহা বলিল তাহারা এক চেকা ডুমুর ফল লওক পরে তাহারা তাহা চিপাইয়া ফোড়ার ওপরে লাগাইলে তিনি আরাম পাইলেন।
১১ য়িহোদার হুজকীহা রাজার লেখা তাহার পীড়িত হইলে পর পীড়া হইতে আরাম পাওন কালে।
১২ যখন আমার দিন ছেদন হওয়াকল্প ছিল তখন কহিলাম কবরের দ্বার দিয়া আমার যাইতে হবে
১৩ আমার বাকি আয়ু লোপ হইল। আমি বলিলাম আমি আর য়িহুহাকে জীবত লোকেরদের দেশে কখন দেখিতে পাইব না আমি জগত নিবাসীরদের সহিত
১৪ মনুষ্যকে আর দেখিতে পাইব না। আমার বসতি লওয়া গিয়াছে তাহা আমা হইতে গোপের টোলের মত লড়িয়াছে আমার আয়ু যেমন তাঁতি ছেদয়ে ছিন্ন হইয়াছে তিনি তাঁত হইতে আমাকে ছেদন

করিবেন দিনের মধ্যে তুমি আমার থান সাঙ্গ
১৫ করিবা। তিনি আমার হাড় সে মত চুর্ণ করিলেন
যে আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সিংহের মত গর্জ্জন
১৬ করিলাম। আমি পোতামুনিয়ার মত চিঁচিঁ করিলাম
আমি সারসের ন্যায় শব্দ করিলাম আমি ঘুঘুর মত
ঘুঘু করিলাম আমার চক্ষু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতেং ক্ষীণ
হইয়াছে। হে যিহুহা আমার কারণ যুদ্ধ কর আমার
১৭ জামিন হও। আমি কি বলিব তিনি আমাকে
প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন তিনি ও সে কার্য্য পূর্ণ করিয়া
ছেন। আমার বকি আয়ু বৎসর সরাসরি আমার
১৮ মনের দুঃখে চিন্তা করিব। হে যিহুহা যে তুমি
আমার আত্মা জীবাইয়াছ ও আমাকে সুস্থ করিয়াছ
এবং আমার পরমায়ু বাড়াইয়াছ এই কারণে এই
১৯ তোমার বিষয় প্রকাশিত হইবে। আমার ব্যথার স্থানে
সুখ হইয়াছে তুমি আমার প্রাণ বিনাশন হইতে
উদ্ধার করিয়াছ তুমি ও আমার সকল পাপ তোমার
২০ পীঠের পাছে ফেলিয়াছ। অবশ্য কবর তোমার
স্থানে প্রাপ্ত মঙ্গল স্বীকার করিবে না মৃত্যুতা তোমার
প্রশংসা করিবে না যাহারা খাদে নামে তাহারা
২১ তোমার সত্যতাপেক্ষা করিবে না। জীবন্ত যে জন
জিবন্তই যেমন আমি আজি করিতেছি তেমন সে
তোমার স্তুতি করিবে সন্তানেরদের কাছে পিতারা
২২ তোমার বিশ্বাস্য গুণ জানাইবে। যিহুহা আমাকে ত্রাণ
করিতে বিদ্যমান ছিলেন অতএব আমার সকল
পরমায়ু যিহুহার ঘরে বীন বাজানেতে গীত গাইব।

৩৯ ঊনচাত্বরিংশত্তমে পর্ব্ব য়িশঙীহা ।—

পর্ব্ব ৩৯

সে কালে বলদনের পুত্র বাবেলের রাজা মরদখ
বলদন পত্র ও উকিল ও নজর হ্রুজকীহার কাছে
পাঠাইল কেননা শুনিতে পাইয়াছিল যে তিনি পীড়িত
২ হইয়া সুস্থ হইলেন । হ্রুজকীহা তাহারদের ওত্তরনেতে
আনন্দিত ছিল এবং তাহার ভাণ্ডার রূপা স্বর্ন
সুগন্ধি মসলা বহুমূল্য তৈল এবং তাহার
অস্ত্রাগারাদি তাহার সম্পদের মধ্যে যাহা২ ছিল
তাহারদিগকে দেখাইল তাহার বাটী ও তাহার
সকল রাজ্যে কিছু রহিল না যাহা হ্রুজকীহা তাহার
৩ দিগকে দেখাইলেন না । পরে য়িশঙীহা পয়গম্বর
হ্রুজকীহা রাজার নিকটে আসিয়া বলিল এ লোক
কি২ বলে ও তাহারা কোথা হইতে তোমার নিকটে
আইল । হ্রুজকীহা বলিল তাহারা দূর দেশ হইতে
৪ বাবেল হইতেই আমার নিকটে আসিয়াছে । তিনি
বলিলেন তাহারা তোমার বাটীতে কি২ দেখিয়াছে ।
হ্রুজকীহা বলিলেন আমার বাটীতে যাহা২ আছে
তাহা সকলি দেখিয়াছে আমার সকল ধনের
মধ্যে কিছু রহে নহে যাহা তাহারদিগকে দেখাইলাম
৫ না । পরে য়িশঙীহা হ্রুজকীহাকে বলিল সৈন্যের
৬ য়িহুহার এ কথা শুনহ । দেখ সে কাল আসিবে
যখন তোমার বাটীতে যাহা২ আছে এবং তোমার
লোক যাহা২ আজি পর্য্যন্ত জমা করিয়াছ সে পৈত্রিক
সকলি বাবেলে লইয়া যাইতে হইবে য়িহুহা বলেন
৭ কিছু বক্রি রহিবে না । তোমার সন্তান ও যাহারা
তোমা হইতে বাহিরিবে যাহারদের জন্ম তুমি দিবা

তাহারদিগকে তাহারা লইবে এবং তাহারা বাবেলের
৮ রাজার অট্টালিকায় খোজারা হইবে। পরে হজকীয়া
যিশয়ীহাকে বলিল যিহ্বহার যে কথা তুমি কহিয়াছ
তাহা কল্যান আছে কেননা তিনি বলিলেন তাহার
বিশ্বাস্য করারানুযায়ী আমার কালে অরন হবে।

পর্ব্ব ৪০ তোমারদের ঈশ্বর কহেন হে তোমরা সান্ত্বনা কর
আমার লোকেরদিগকে সন্ত্বনা করহ। যিরোশলম
কে জীবনদায়ী কথা কহ এবং তাহাকে জানাও যে
তাহার সংগ্রাম ফুরিয়াছে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত
গৃহীত হইয়াছে সে যিহ্বহার হাত হইতে তাহার
সকল পাপের শাস্তি দ্বিগুনের সমান আশীর্ব্বাদ
৩ পাইবে। এক রব চেঁচাইতেছে অরন্যে যিহ্বহার
পথ প্রস্তুত কর কাননে আমারদের ঈশ্বরের কারন
৪ বড় পথ সোজা কর। প্রতি নীচ স্থল উচ্চ করিতে
হইবে এবং প্রতি পর্ব্বত নীচে করিতে হইবে বক্র ও
সোজা হইয়া যাবে এবং হাটাচাপিরা জায়গা সমান
৫ করা যাবে। যিহ্বহার তেজ ও প্রকাশ করিতে হইবে
এবং সকল প্রানী আমারদের ঈশ্বরের তেজ একত্র
দেখিতে পাইবে কেননা যিহ্বহার মুখ তাহা কহিয়াছে।
৬ এক রব কহিতেছে চেঁড়ি দিয়া প্রকাশ কর এবং আমি
বলিলাম কি প্রকাশ করিব। সমস্ত প্রানী ঘাস তাহার
৭ সকল তেজ ও ক্ষেত্রের ফুলের ন্যায়। যিহ্বহার বায়ু
তাহার উপরে বহিলে ঘাস শুষ্ক হইতেছে ফুল ম্লান
৮ হইতেছে অবশ্য এ লোক ঘাস। ঘাস শুষ্ক যাইতেছে

ফুল ম্লান হইতেছে কিন্তু আমারদের ঈশ্বরের বাক্য
৯ সদাকাল থাকিবে। হে ছীয়নের কাছে মঙ্গল সমাচার
দায়ী কন্যা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে যাও হে য়িরোশালমের
কাছে মঙ্গল সমাচারদায়ি কন্যা মহাবলে চেঁচাও চীৎ
কার করহ ভীত হইও না য়িহোদা নগরের দিগকে বল
১০ তোমাদেরর ঈশ্বরকে দেখহ। দেখ ভগবান য়িহুহা
বলবানের বিরুদ্ধে আসিবেন এবং তাহার ভুজ
তাহাকে পরাস্ত করিবে দেখ তাহার ফলোদয় তাহার
সহিত এবং তাহার কার্য্যের বেতনী তাহার আগে।
১১ তিনি রক্ষকের মত পাল চরাইবেন তিনি বাচ্চা আপন
হাতে কুড়াইবেন ও বক্ষঃস্থলে বহিবেন এবং দুগ্ধদায়ী
১২ মাইয়া ধিরে২ তাড়াইবেন। যিনি হাতের তালুয়ায়
জল মাপিয়াছেন ও স্বর্গের পরিমান আপন বিঘতে
করিয়াছেন ও কাঠায় পৃথিবীর ধূলা ধরিয়াছেন পর্ব্বৎ
ও তরাজুতে এবং গিরি নিক্তিতে তোল করিয়াছেন তিনি
১৩ কেটা। য়িহুহার আত্মাকে কর্ত্তব্য দেখাইয়াছেন এবং
তাহার এক জন মন্ত্রীর ন্যায় তাহাকে জানাইয়াছেন তিনি
১৪ কেটা। তিনি উপদিষ্ট ও বিচার পথজ্ঞ হওন এবং বিদ্যা
লাভ ও বুদ্ধি পথে গমন জ্ঞান দেওনার্থে কাহার সহিত
১৫ পরামর্শ লইলেন। দেখ সর্ব্ব দেশীয়েরা কলসের
ফোটার মত হয় ও নিক্তি ফিরান ক্ষুদ্র২ ধূলার মত
বিখ্যাত হইবে দেখ তিনি উপদ্বীপ গুলা ক্ষুদ্র বস্তুর
১৬ মত তুলান। লবানন ও অগ্নির কারন কিম্বা তাহার জন্তু
১৭ আহুতির কারন প্রচুর নহে তাহার সন্মুখে সকল দেশী
য়েরা যেমন কিছু নহে তাহারাই তাহার ঠাঁই অভাব হইতে

১৮ ক্ষুদ্র এবং শূন্যতা মাত্র গনিত হইবে। অতএব প্রভু কাহার
তুল্য করিবা তোমরা ও তাহার কি প্রকার মুর্ত্তি করিবা।
১৯ কর্ম্মকারী প্রতিমা গাঁচুয়া করে স্বর্নকার তাহা স্বর্ন
পাত্র দিয়া মড়ায় এবং রুপার জিঞ্জির তাহার কারন
২০ গঠন করে। যে জন বহু খরচ করিতে পারে না সে
অপচয়ান কোন কাষ্ঠ পশন্দ করে সে জন অলড়নীয়
এক প্রতিমা বানাইতে কারিগিরি কাহাকে ডাকে।
২১ তোমরা কি জানিবা না তোমরা কি শুনিবা না তোমার
দের কাছে কি আরম্ভাবধি প্রকাশিত হইল না তোমরা
২২ কি পৃথিবীর ভিত করনাবধি তাহা বুঝিনা না। যিনি
পৃথিবীর গোলের ওপর বসিতেছেন যাহার বিদ্যমানে
সকল নিবাসীরা ফড়িঙ্গের মত আছে যিনি যেহি
দুমটার মত স্বর্গ বিস্তার করেন যিনি তাহা বাস কর
২৩ নার্থে তাম্বুর ন্যায় মেলান যিনি অধ্যক্ষেরদিগকে
কিছু নহে করান যিনি পৃথিবীর বিচারকর্ত্তারা শূন্যতা
২৪ মাত্র করান তিনি সেই। বটে তাহারদের এক
গাছ বকি রহিবে না তাহারা রূলিতে হইবে না
তাহারদের মূড়া ও মৃত্তিকায় শিকড় গাড়িবে না
তিনি তাহারদের ওপর ফুঁক দিবা মাত্র তাহারা শুষ্ক
যায় এবং দুরণীয় বাতাস নাড়ার মত তাহারদিগকে
২৫ ওড়াইবে। হীম্যা যিনি তিনি কহেন তবে আমাকে
কাহার তুল্য করিবা এবং কাহার সমান করিতে
২৬ হইব। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া দেখ এ সকলের সৃষ্টি কে
করিলেন তিনি তাহারদের হৈসন্যেরদিগকে গনন
করিয়া চালান ও সকলের নাম নিশ্চয় করেন তাহার

মহাবল এবং পরাক্রমের তেজেতে তাহারদের
২৭ একটাই অদৃশ্য রহে না। তবে হে যাকুব তুমি
কেন বলিতেছ হে য়িশরাল আমার পথ য়িহুহার
দৃষ্টি হইতে চাপা আছে আমার ঈশ্বর ও আমার
মকর্দ্দমা মানে না তুমি এ বাক্য কেন কহিতেছ।
২৮ তমি কি জানিতে না পাইয়াছ তুমিই কি শুনিতে
না পাইয়াছ যে যিনি য়িহুহা তিনি অজর ঈশ্বর
ও পৃথিবীর সীমার সৃষ্টি কর্ত্তা আছেনতিনি কখন
ক্লান্ত কি শ্রান্ত নহেন তাহার বুদ্ধি অজ্ঞাতব্য।
২৯ তিনি শ্রান্তেরদিগকে বল দেন এবং দুর্ব্বলেরদের
৩০ জোর বাড়ান। যুবারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইবে শ্রেষ্ঠ
৩১ যুবারা ও উচোট খাইয়া পড়িবে কিন্তু যাহারা
য়িহুহায় বিশ্বাস করে তাহারা নুতন বল পাইবে
তাহারা পাখাপড়া নশরের ন্যায় নুতন পাখনা
বাড়াইবে তাহারা দৌড়িলে শ্রান্ত হইবে না তাহারা
বিস্তর পথ গমন করিলে দুর্ব্বল হইবে না।

পর্ব্ব দুর দেশীয় লোকেরা মনের নুতন বলবিশিষ্ট হইয়া
৪১ আমার নিকট আইসুক লোকেরা ও তাহারদের বল
পুনর্ব্বার পাওক তাহারা নিকট আইসুক পরে কহুক।
২ আই সভামরা গম্ভীর উত্তর প্রত্যুত্তর করি। ধার্ম্মিক
জন যিনি তাহাকে পূর্ব্বদিগ হইতে উৎপন্ন করিলেন
ও তাহাকে আপন সহগামী পদার্পন করিলেন তাহার
বিদ্যমানে অন্যদেশীয়েরদিগকে পরাস্ত করিলেন

ও রাজারদেরদিগকে শাসন করিতে দিলেন তাহার দিগকে ও তাহার তলোয়ারের অগ্রে ধুলার ন্যায় ও তাহার ধনুকের অগ্রে উড়ানীয় নাড়ার মত করাইয়া
৩ ছেন তিনি কে। তিনি তাহারদিগকে তাড়ান যে পথে তাহার পূর্ব্বে গমন ছিল না সে পথে তিনি
৪ অনায়াসে যান। গত পুরুষ প্রথমাবধি ডাকিয়া বিচার করিলে কহ এ সকল কার্য্য করিল এবং বনাইল কেতা আমি যিহুহা যে প্রথম এবং শেষস্থের সহস্থত
৫ আমি সেই। দূর দেশীয়েরা দেখিয়া ভীত হইল পৃথিবীর অন্তরস্থেরা দেখিয়া সশঙ্কিত হইল তাহারা
৬ নিকট আইল তাহারা একত্র হইল। প্রতি জন আপন নিকটস্থের উপকার করিল এবং আপনার
৭ ভাইকে কহিল তুমি নির্ভয় হও। ভাস্কর কর্ম্মকারকে আশ্বাস দিল ও যে জন হাতুড়িতে সমান করে রাং ভাল হইয়াছে এ কথা কহিয়া যে জন নেহাইর উপর মারে তাহাকেও আশ্বাস দিল পরে কাঁটাতে ঠাকুরকে
৮ বদ্ধ করে যেন নড়িতে পারে না। কিন্তু হে আমার সেবক যিশরাল হে আমার অভিমত যাকুব হে আমার
৯ আবরহাম বন্ধুর সন্তান। পৃথিবীর অন্ত হইতে আমার হাতে ধরা পর দর্শিত এবং তাহার সীমা হইতে ডাকা ও তুমি আমার দাস তোমাকে পসন্দ করিয়াছি
১০ তোমাকে আমি ত্যাগ করিব না যাহাকে এই কথা কহিয়াছি তোমার সহিত আমি আছি সেকারণ ভয় কর না আমি তোমার ঈশ্বর অতএব তুমি ভীত হইও না আমি তোমাকে বল দিয়াছি আমি তোমার উপকারি

করিয়াছি আমি আপনার বিশ্বাস্য দক্ষিন হস্ত দিয়া
১১ তোমাকে ধরিয়া আছি। দেখ যাহারা তোমার ওপর
ক্রোধিত ছিল তাহারা লজ্জিত ও বিবর্ন হবে যাহারা
তোমার সহিত যুদ্ধ করিল তাহারা যেমন কিছু নহে
তেমন হবে তাহারা যোলয়ানা নিপাত হইবে।
১২ যাহারা যুদ্ধ করিল তোমার সহিত তাহারদিগকে তুমি
চেষ্টা করিবা তাহারদের ওদ্দেশ ও পাইতে পারিবা
না যাহারা সংগ্রাম করিল তোমার সহিত তাহারা
যেমন কিছু নহে তেমনে হইবে যেমন শূন্যত্তাও তেমনে
১৩ হবে। কেননা যিনি তোমার দক্ষিন হস্ত শক্ত ধরনে
ও ভয় না আমি তোমার ওপকারীও কথা তোমাকে
১৪ কহনে তিনি য়িহুহা তোমার ঈশ্বর। হে যাঁকব কীট হে
য়িশরালের মরনীয় মানুষ য়িহুহা বলেন ভয় করিও না
আমি তোমারদের ওপকারী এবং য়িশরালের ধর্ম্মা
থিনি তিনি তোমার হিংসকেরদের প্রতিফলদায়ক।
১৫ দেখ তোমার কারন একটা শস্য মাড়া গাড়ি একটা
নূতন চোকচোখা দন্তাল শস্য মাড়া রথ আমি
বনাইয়াছি তুমি পর্ব্বতগুল্যাকে মাড়িয়া চুর্ন করিবা
১৬ এবং গিরিগন ভূষিতে করাইবা। তুমি তাহারদিগকে
ঝাড়িবা এবং বায়ু তাহারদিগকে ওড়াইয়া ফেলিবে
তাহারা ঝড়ে চড়িয়া পড়িবে কিন্তু তুমি য়িহুহায়
আনন্দ করিবা তুমি য়িশরালের ধর্ম্মেতে জয়ধ্বনি
১৭ করিবা। গোরিব ও দিনহীনেরা জল চেষ্টা করে
কিছু পাওয়া যায় না তাহারদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে জ্বলে
আমি য়িহুহা তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিব আমি

যিশরালের ঈশ্বর তাহারদিগকে ত্যাগ করিব না।
১৮ শুষ্কস্থানে নদী এবং প্রান্তরের মধ্যখানে উনুই আমি
খুদিব অরণ্যকে আমি পুষ্করিণী এবং শুষ্কভূমিকে
১৯ জলের স্রোত করিব। তাহারদের ইহা দেখন ও জানন
ও মনে করন ও একবারে বুঝনের কারণ যিহুহ'র
হস্ত এ কার্য্য করিয়াছে এবং যিশরালের বীর্য্য তাহা
২০ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি অরণ্যে আরজ ও
বাবুল ও হদস ও মযুনা বৃক্ষ দিব আমি কাননে
বরোশ ও তদহার ও তাশোর বৃক্ষ এক স্থানে
২১ করিব। যিহুহা বলেন নিকট আইস তোমারদের
মকদ্দমা বাহির করহ যাকুবের রাজা কহেন
২২ তোমারদের এ মহা পরাক্রম প্রকাশ করহ। তাহারা
আইসুক ও ভবিষ্যৎ যাহা তাহা বলুক প্রথমে কিং
হইবে তাহা আমারদিগকে কহুক পরে আমরা
তাহা বিচার করিয়া তাহার পূর্ণ হওয়া দেখিব কিম্বা
২৩ পরে যাহা হইবে তাহাও প্রকাশ করুক। শেষকালে
কিং হইবে সে কথা বল তখন যে তোমরা ঈশ্বর
তাহা জানিতে পাইব বটে সুক্রিয়া কর কিম্বা কুক্রিয়া
কর তখন একিবার চমৎকার জ্ঞান ও শঙ্কাঘাতিত
২৪ হইব। কিন্তু দেখ তোমরা অভাব হইতে ক্ষুদ্র তোমার
দের কার্য্য ও কিছু নহে যাহা তাহা হইতে ছোট
যে জন তোমারদিগকে পছন্দ করে সে জন দূনিত
২৫ হউক। আমি উত্তরদিগ হইতে এক জনের উৎপত্তি
করিয়াছি সে আসিবে সুর্য্যোদয় স্থান হইতে তিনি
আমার নামে নিবেদন করিবেন তিনি গারার মর্ত্ত

ও যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দলায় তেমন রাজারদিগকে
২৫ দলিয়া ফিলিবেন। আরম্ভাবধি আমারদের তাহা
জানিবার কারন কিম্বা আমারদের এ কথা সত্য
এ প্রমান দেওনের কারন তাহা পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে
প্রকাশ করিয়াছে কে যে তাহা কহিল এমন এক জন
ছিল না বটে যে তাহা প্রকাশ করিল এমন এক জন
নহে যে তোমারদের কথা শুনিল এমন কেহ ছিল
২৭ না। দেখ তাহারা এখানে এই কথা আমি চীয়নকে
প্রথম প্রকাশ করিলাম আমি ও যিরোশলমকে
২৮ সুসমাচার বক্তা দেই। কিন্তু আমি দেখিলাম এবং
কেহ নহে ঠাকুরেরদের মধ্যে ও দেখিলাম কিন্তু
যে প্রত্যাদেশ করিল এমন কোন লোক ছিল না।
২৯ আমি তাহারদের ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিলে কেহ উত্তর
দিতে পারিল না। দেখ তাহারা সকল শূন্যতোৎ-
পন্ন তাহারদের কার্য্য ও কিছু নহে তাহারদের
ঢাচুয়া প্রতিমা বায়ু ও শূন্যতা মাত্র।—

পর্ব্ব ৪২ আমার যে দাসকে ধরি আমার যে অভিমতে
আমার মনের তুষ্টি আছে তাহাকে দেখ আমার
আত্মা আমি তাহার উপরে তিষ্ঠাইব তিনি অন্য
২ দেশীয়েরদিগকে বিচার উপদেশ করিবেন। তিনি
চেঁচাইবেন না ও খড়াখড়ি করিবেন না তাহার
৩ রব ও গলিতে শুনাইবেন না। তিনি চেঁচা নল
ভাঙ্গিবেন না এবং ধুমালু পাট নিবাবেন না তিনি
যেমন বিচার স্থির হয় তেমন তাহা প্রকাশ করিবেন
৪ তিনি পৃথিবীতে বিচার স্থাপন না করিলে এবং দুঃ

দেশীয়েরা তাহার ব্যবস্থা বহুত অপেক্ষা না করিলে
৪ তাহার তেজ কমি কি ভাঙ্গা হইবে না। য়িহুহা
প্রভু যিনি স্বর্গ সর্জ্জন করিয়া মেলিয়াছেন যিনি
পৃথিবী ও তাহার উৎপন্ন সর্ব্বত্র করিয়াছেন
যিনি তদুপরস্থ মানুষেরদিগকে নিশ্বাস দেন
ও তাহার উপর পদবিক্ষেপীরদিগকে আত্মা দেন।
৬ আমি য়িহুহা তোমাকে ধর্ম্মের হেতু ডাকিয়াছি
আমি তোমার হাত ধরিব আমি তোমাকে রক্ষা
করিব লোকেরদের বন্দোবস্ত ও অন্য দেশীয়েদের
৭ দীপ্তির কারণ অন্ধেরদের চক্ষু খুলন বিদেশী
বন্দিতেরদের কএদ হইতে খালাস করন এবং
অন্ধকারস্থিতেরদের কারাগার হইতে মোচনার্থেই
৮ তোমাকে দিব। আমি য়িহুহা তাহা আমার নাম
আমার সুখ্যাত অন্যকে দিব না এবং আমরা স্তব
৯ ও ভাস্কর কৃত প্রতিমাকে দিব না। দেখ পূর্ব্ব
কালের ভবিষ্যত বাক্য পূর্ণ হইয়াছে এবং নূতন
যাহা উৎপন্ন তাহা ও আমি কহি সে কার্য্যোদ্ভবের
১০ পূর্ব্বে আমি তাহা তোমাকে জানাই। হে তোমরা
সমুদ্রগামী ও সকল সমুদ্রচর হে সমুদ্রের দূরস্থ তীর
ও তন্নিবাসী তোমরা য়িহুহার স্থানে নূতন গান কর
১১ পৃথিবীর অন্ত হইতে তাঁহার স্তব ও করই। কানন ও
তন্মধ্যেস্থিত নগর কদরের নগর ও তন্নিবাসিরা
বড় চীৎকার করুক পাশান পর্ব্বতীয় দেশস্থেরা হরিষ
শব্দ করুক তাহারা পর্ব্বতের মাথায় থাকিয়া মহানাদ
১২ করুক। তাহারা য়িহুহার নাম কহুক এবং দূর

১৩ দেশীয়েরদের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা করুক। য়িহুহা বীরের মত যাত্রা করিবেন তিনি মহা যোদ্ধার মত আপন ক্রোধ দুটিবেন তিনি বড় চেঁচাইবেন তিনি মহাচীৎকার করিবেন তিনি তাহার শত্রুরদের
১৪ মদনে বল প্রকাশ করিবেন। আমি বহুকাল চুপ করিয়াছি আমি কি সদাকাল চুপ করিয়া থাকিব আমি কি আর সহিব যেমন স্ত্রী লোক গর্ব্ভযন্ত্রণা কালে তেমন নিশ্বাস ছাড়িতেং এবং যত্নে নিশ্বাস টানিতেং
১৫ আমি চেঁচাইব। আমি পর্ব্বত ইত্যাদি নিষ্ফলী করিব ও তাহার ওপরিস্থিত যত ঘাস আমি পোড়াইয়া ফেলিব আমি নদীকে বন করিব এবং জলের
১৬ পুষ্করণী প্রজ্বলিত করাইব। আমি অন্ধেরদিগকে এক অচিহ্নিত পথ দিয়া লইয়া যাব এবং পূর্ব্বানিশ্চিত পথে তাহারদিগকে গতি করাইব আমি অন্ধকার তাহারদের আগে দীপ্তমান করাইব এবং উচুনীচ পথ সমান করিব আমি এ কার্য্য তাহারদের কারণ করিব এবং তাহারদিগকে ত্যাগ করিব না।
১৭ যাহারা ভাস্কর বৃত প্রতিমাতে বিশ্বাস করে যাহারা ছাঁচুয়া প্রতিমাকে তোমরা আমারদের ঈশ্বর কহে তাহারা পাছে ফিরিয়াছে তাহারা যোলয়ানা অবাক্য
১৮ হইয়াছে। হে বধিরেরা শুন এবং হে তোমরা অন্ধেরা
১৯ দেখিবার কারণ দৃষ্টি কর। আমার দাস বা অন্ধ কে এবং যাহার কাছে আমি আমার দূতরে পাঠাইয়াছি তাহার মত কালা কে শুদ্ধোপদিষ্টের মত
২০ অন্ধ কে এবং য়িহুহার দাসের মত বধির কে। তুমি

দেখিয়াছ বটে কিন্তু মানিতেছ না তোমার কর্ণ
ফুটিয়াছে বটে কিন্তু শুনিতে তোমার ইচ্ছা নহে।
২১ তত্রাপি য়িহুহা আপনার সত্যতার কারণ তাহারদের
প্রতি কৃপাবান ছিলেন তিনি আপনার স্তব ওষ্ঠ
২২ করিয়া তাহা তেজস্কর করিয়াছেন। কিন্তু এ লোক নষ্ট
এবং লুটিত আছে তাহারদের বাচিত যুবারা ফাঁদে
ধৃত হইল এবং অন্ধকারীয় কন্দে মগ্ন হইয়াছে
তাহারা শীকার ছিল এবং নিস্তারিতে কেহ নহে তাহারা
লুটীয় বস্তু ছিল এবং কেহ ফিরিয়া দেহ ইহা বলিল
২৩ না। তোমারদের মধ্যে কে যে এ কথা শুনিতে চাহে
যে ভবিষ্যৎ কালের কারণ অবধান করিবে এবং
২৪ তাহা মানিবে। ঠাঁকুর শীকার হওনের কারণ
এবং য়িশ্রালকে লুটারার হাতে দেওয়াইল কে
তাহা য়িহুহা নহে যাহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপ
করিয়াছিল যাহার পথে তাহারা চলিতে চাহিল না
২৫ এবং যাহার ব্যবস্থা তাহারা করিতে ইচ্ছা করিল
না। অতএব তিনি তাহারদের উপরে তাহার ক্রোধের
তাপ এবং যুদ্ধের জোর চালিলেন তাহার শিখা ও
তাহার চতুর্দ্দিগে জ্বলিল কিন্তু সে তাহা মানিল না
তাহা ও তাহাকে পোড়াইল কিন্তু সে তাহা মনে
করিল না।

পর্ব্ব ৪৩

কিন্তু এক্ষন হে ঠাঁকুর য়িহুহা তোমার সৃষ্টি কর্ত্তা
এবং হে য়িশরাল তোমার নির্ম্মান কর্ত্তা এ কথা
কহেন তোমাকে আমি মুক্ত করিয়াছি তোমার নামে

বিশেষ করিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি তুমি ও আমার
২ অতএব ভয় কর না। তোমার জল দিয়া গতি
করণ কালে আমি তোমার সঙ্গি তোমার নদী দিয়া
গমন কালে তাহা তোমাকে ডুবাইবে না তোমার
অগ্নিতে বেড়ান কালে তুমি জ্বলিত হইবা না শিখা ও
৩ তোমাকে হিরিবে না। কেননা আমি য়িহহা তোমার
ঈশ্বর আমি য়িশ্রালের ধীর্ম্ম্য তোমার মুক্তকর্ত্তা
আমি তোমার মোচনার্থে মিজর এবং তোমার প্রতি
৪ স্থানে ঘশ ও সবা দিয়াছি। তুমি বহুমুল্যবান
আমার দৃষ্টে ছিলা তুমি সম্ভ্রান্ত ছিলা এবং তোমাকে
আমি প্রেম ও করিয়াছি সেই কারণ আমি মনুষ্য
তোমার বদলে এবং লোক তোমার প্রাণের বদলে
৫ দিব। আমি তোমার সহিত আছি সেই কারণে ভয়
করিও না পুর্ব্বদিগ হইতে তোমার শিশুরদিগকে
আমি আনিব এবং পশ্চিম হইতে তোমাকে এক স্থানে
৬ করাইব। আমি উত্তরকে বলিব তুমি ছাড়িয়া দিও
ও দক্ষিণকে তুমি রাখিও না আমার পুত্রেরদিগকে
দূর হইতে এবং আমার কন্যারদিগকে পৃথিবীর
৭ সীমা হইতে আনহ। আমার নামধেয় প্রতি
জন যাহাকে আপনার স্তবের কারণ আমি সৃষ্টি
করিয়াছি যাহাকে আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি ও
৮ যাহাকে বনাইয়াছি তাহাকে আনহ। চক্ষু বিশিষ্ট
অন্ধ লোকেদিগকে বাহির কর এবং কর্ণ বিশিষ্ট
৯ বধিরেরদিগকে প্রকাশ করহ। সকল দেশীয়েরা

এক স্থানে হওক সকল লোক একত্র হওক তাহার
দের মধ্যে কেডা ইহা প্রকাশ করিবে ও প্রথমে
কিং হবে তাহা আমারদিগকে বলিবে। তাহারা
নির্দোষী হওনের কারন তাহারদের সাক্ষী বাহির
করুক কিম্বা আপন পক্ষে শুনিয়া যে এই কথা সত্য
১০ তাহা বলুক। য়িহুহা কহেন তোমরা তাহাই আমার
পসন্দিত সেবক আমার সাক্ষী আজ তোমারদের
আমাকে জানন ও আস্থা করন এবং যে আমি হই তিনি
তাহাই বুঝনের নিমিত্ত আমার পূর্ব্বে কোন দেব
নির্ম্মিত ছিল না এবং আমার পরে ও কোন কেহ
১১ হইবে না। আমি আমিই য়িহুহা আমা ব্যতিরেক
১২ বর্ত্তমান ত্রানকর্ত্তা কেহ নহে। আমি আপনার নিয়ম
প্রকাশ করিয়াছি আমি নিস্তার ও করিয়াছি তাহাও
তোমারদের মধ্যস্থিত আর কোন দেব জানাইল না
কিন্তু আমি জানাইলাম। য়িহুহা বলেন তোমরা ও
১৩ আমার সাক্ষী যে আমিই প্রভু। কালের পূর্ব্বেও
আমি সেই আমার হাত হইতে যে খালাস করিতে
পারে এমন কেহ নহে। আমি করি এবং আমার
১৪ যে কৃতকর্ম্ম তাহা অকৃত কে করিতে পারে। য়িহুহা
তোমারদের মুকুন্দ য়িশরালের ধর্ম্ম্য এ কথা কহেন
তোমারদেরার্থে আমি বাবেলে পাঠাইয়াছি এবং
তাহার সকল মজবুত হুড়কা এবং তাহ[illegible] হিম্মী
১৫ খাশিদীরদিগকে আমি নীচে করাইব। আমি য়িহুহা
তোমারদের ধর্ম্ম্য য়িশরালের সর্জক তোমারদের
১৬ রাজা এবং য়িহুহা যিনি সমুদ্রেও মহা জলে পথ

১৭ করিলেন যিনি আশোয়ারি ও অশ্ব ও সেনাগান ও
যোদ্ধাকে বাহির করাইলেন যেন তাহারা একত্র শুইল
তাহারা আর ওঠিল না তাহারা নিবিয়া গেল তাহারা
পাটের ন্যায় নিব্বার্ণ ছিল তিনি এ কথা কহেন।
১৮ পূর্ব্বকালের গতিক মনে রাখিও না প্রাচীন কালের
১৯ যে বিষয় তাহাও মানিও না। দেখ আমি এক নুতন
কার্য্য করি তাহা এইক্ষনে ওৎপন্ন হইবে তোমরা কি
তাহা মানিবা না আমি বনে পথ করিব এবং নিরালয়
২০ স্থানে জলের স্রোত করিব। মাটের বন পশু ও নাগ ও
ওটপক্ষির কন্যা আমার নাম করিবে কেননা আমার
লোক আমার অভিমতেরদের পান করনের নিমিত্ত
আমি বনে জল দিয়াছি এবং কাননে ওথলীয় স্রোত।
২১ এই লোক আপনার কারন আমি নির্ম্মান করিয়াছি ও
২২ তাহারা আমার স্তব প্রকাশ করিবে। কিন্তু হে যাঁকুব
তুমি আমার স্থানে নিবেদন না করিয়াছ হে য়িশরাল
২৩ আমার যে তুমি শ্রম না করিয়াছ। তোমার আহুতি
মেষের রাস্থা আমার কাছে না আনিয়াছ তোমার
বলিদানে আমার আদর না করিয়াছ আমি ওৎসগ
চাহনেতে তোমার ওপর ভার না দিয়াছি ও লবান
২৪ চাহনেতে তোমার পরিশ্রম না করিয়াছি। তুমি রূপা
দিয়া আমার কারন কানা বৃক্ষ ক্রয় না করিয়াছ এবং
তু'র বলিদানের চরবি দিয়া আমারে পরিতোষ না
করিয়াছ তদ্বিপরিতে তোমার পাপ দিয়া আমাকে
ভারগ্রস্ত করিয়াছ তোমার অযথার্থ ক্রিয়াতে
২৫ আমাকে শ্রান্ত করিয়াছ। আমি আমিই সেই

আমি আপনারাথে তোমার দাইট মোচন করিব
২৬ তোমার পাপ ও আমি মনে রাখিব না। তোমার
যে উত্তর তাহা আমার মনে দিও আমারদের
সমান মত বিচার হওক আপনাকে পরিষ্কার করনের
২৭ কারন আপনার মামলত প্রকাশ করহ। তোমার
প্রধান পতি পাপ করিয়াছে এবং তোমার সভাস্থ
২৮ গুর আমাকে ছাড়িয়াছে। তোমার অধ্যক্ষেরা
আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করিয়াছে সে কারন
আমি যাঁকুবকে ব্যবহার বস্তুর কারন দিব এবং
য়িশরাল নিন্দা পাওনের কারন দিব।

পর্ব্ব কিন্তু আমার দাস যাঁকুব হে ও আমার পসন্দিত
৪৪ য়িশরাল হে সম্প্রতি এ কথা শুন। য়িহহা তোমার
সর্জ্জক যিনি গর্ব্ভে তোমার আকার করিলেন যিনি
ও তোমার উপকার করিবেন তিনি এ কথা কহেন
হে আমার দাস যাঁকুব হে আমার মনোনীত য়িশরাল
৩ তুমি ভয় করিও না। কেননা আমি তৃষ্ণিতের উপর
জল ঢালিব এবং শুষ্ক ভুমিতে উপলীয় স্রোত করিব
আমার আত্মা তোমার বংশের উপরে এবং আমার
আশীর্ব্বাদ তোমার সন্তানের উপরে আমি ঢালিব।
৪ এবং যেমন জলে ঘাস ও যেমন পুষ্করিণীর কাছে
৫ বাইসি সক তেমন তাহারা বাড়িবে। এক জন
বলিবে আমি য়িহহার আর এক জন যাঁকুব নামে
খ্যাত হবে অন্য কোন ব্যক্তি য়িহহার কাছে দস্তখত
করিবে এবং তাহার খ্যাত নাম য়িশরাল নাম
হইবে। য়িশরালের রাজা য়িহহা তাহার মুক্তদ

সৈন্যের যিহ্বহা এ কথা কহেন আমি প্রথম ও আমি শেষ এবং আমা ছাড়া কোন ঈশ্বর নহে।
৭ আমার তুল্য ও কে আছে যে নিরূপিত কালোৎপাদনীয় লোকেরদিগকে নিয়োজনাবধি এ ঘটনা প্রকাশ করিবে ও পূর্ব্বে জানাইবে ও আমার কারণ তাহার নিয়ম করিবে যাহাং হইতেছে ও যাহা পশ্চাৎ হইবে তাহা তাহারা আমারদের কাছে প্রকাশ করুক।
৮ তোমরা ভয় করিও না ভীত হইও না আমি কি প্রথমাবধি তোমারদের কাছে প্রকাশ না করিয়াছি বটে আমি তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তোমরা আমার সাক্ষী আমা ছাড়া কি আর কোন প্রভূ আছে অবশ্য আর কোন সত্য রক্ষক নহে
৯ আমি এমন কাহাকে জানি না। যাহারা ভাস্কর কৃত প্রতিমা গড়ায় তাহারা সকল শূন্যতোৎপাদ্য তাহারদের অতি সুন্দর শিল্পি কার্য্যে প্রাপ্তি
১০ হইবে না। বটে প্রতি জন প্রভূ নির্ম্মাণ করেন ও ভাস্কর কৃত অমলা প্রতিমা চালনেতে লজ্জিত হওনের নিমিত্ত যে তাহারা দেখিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না তাহারদের কৃত গঠন আপনি এ প্রমান তাহার
১১ দের কাছে দেয়। দেখ তাহার সমস্ত সহায়েরা লজ্জিত হইবে কর্ম্মকারীরা আপনি বিবর্ণ হইবে ... সকল একত্র হইবে তাহারা সাক্ষাত হইবে তাহারা একবালীন ভয় করিবে ও লজ্জিত হইবে।
১২ কর্ম্মকারক কিছু লোহা কাটে সে তাহা কএলায় তপ্ত করে সে হাতুড়ি দিয়া মূর্ত্তি করে এবং হাতের বলে

তাহার কার্য্য করে সেই ক্ষুধিত হইয়া দুর্ব্বল হয় সে
১৩ ও জল না পীয়া ক্ষীণ হয়। ছুতার সুতা টানে ও
রাঙ্গা মৃত্তিকা দিয়া তাহার আকারের দাগা দেয় সে
তীক্ষ্ন হাতিয়ারে তাহার কার্য্য করে সে ও কম্পাষ
দিয়া তাহা ঠিক করে সে তাহার বাটী থাকনের জন্য
মানুষের আকার মানুষের রূপের সৌন্দর্য্যের মত
১৪ তাহা নির্ম্মাণ করে। সে আপনার কার্য্যের কারণ
আরজ বৃক্ষ কাটে এবং তর্জ্জা ও আলন বৃক্ষ লয়
এবং কাননের অনেক২ বৃক্ষ সঞ্চয় করে সে
মানুষের পোড়ান কার্য্যার্থে আবন বৃক্ষ রুপি ও বৃষ্টি
১৫ তাহা পালন করে সে তাহার কিছু লইয়া আগুন
পোহায় তাহা দিয়া ও তনুর তপ্ত করিয়া রুটি পাকায়
ও তাহাতে এক ঠাকুর বানাইয়া ভজনা করে সে তাহা
দিয়া একটা ভাস্কর কৃত প্রতিমা গঠিয়া তাহার কাছে
১৬ প্রনাম করে। তাহার কিছু অগ্নিতে পোড়ায় আর
কিছু দিয়া মাংস পাকাইয়া খায় সে মাংস কবাব
করিয়া তৃপ্তি হয় সে ও আগুন পোহাইয়া কহে হায়
আমি তপ্ত আছি আমি আগুন পোহানে আনন্দ
১৭ পাইয়াছি। এবং তাহার যে বক্রি থাকে তাহা
দিয়া ঠাকুর তাহার ভাস্কর কৃত প্রতিমাই বানায় সে
তাহার কাছে প্রনাম করে ও তাহার পূজা করে ও
তাহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কহে তুমি আমার ঠাকুর
১৮ তুমি আমাকে উদ্ধার কর্হ। তাহারা জানে না
ও বুঝে না তাহারদের চক্ষু অবশ্য মুদ্দিয়াছে যেন
দেখিতে পারে না ও তাহারদের অন্তঃকরণ যেন

১৯ শুদ্ধ বুঝিতে পারে না। সে মনে কিছু বিচার করে
না এবং আমি অগ্নিতে কিছু পোড়াইয়াছি তাহা
দিয়া রুটি পাকাইয়াছি আমি মাংস কবাব করিয়া
খাইয়াছি তাহার যে বক্রি আছে আমি কি তাহা দিয়া
এক ঘৃনিত বস্তু করিব আমি কি বৃক্ষের মুড়াতে প্রনাম
২০ করিব এই কহিতে তাহার জ্ঞান নহে বুদ্ধি নহে। সে
ভস্মভোজন করিতেছে ভ্রান্তিত অন্তঃকরন তাহাকে
ফিরাইয়াছে যেন নিজ মন উদ্ধার করিতে পারে না
ও আমার দক্ষিন হাতে কি মিথ্যা কথা নহে এমন
২১ বাক্য বলিতে পারে না। হে যাঁকুব হে যিশরাল
এ সকল মনে করহ কেননা তুমি আমার দাস
তোমাকে আমি নির্ম্মান করিয়াছি হে যিশরাল আমার
২২ দাস আমার বিস্মৃত তুমি হইবা না। যেমন মেঘ
তেমন তোমার ঘাইট ও যেমন কুজ্ঝটি তেমন তোমার
পাপ অন্তর্দ্ধান করিয়াছি আমার কাছে ফিরহ
২৩ কেননা তোমাকে মুক্ত করিয়াছি। হে স্বর্গগন
গান কর কেননা যিহুহা তাহা করিয়াছেন হে
পৃথিবীর গভীর স্থান হরিষ শব্দ কর হে পর্ব্বতেরা
ও কানন ও তাহার মধ্যস্থিত প্রতি বৃক্ষ তোমরা
এক যোগে গান করহ কেননা যিহুহা যাঁকুবকে
মুক্ত করিয়াছেন ও যিশরালের প্রশংসিত হইবেন।
[illegible]হা তোমার মুক্তিদায়ী যিনি উদরস্থ কাল হইতে
তোমাকে নির্ম্মান করিয়াছেন তিনি এ কথা কহেন
আমি সর্ব্ব সর্জী যিহুহা যে একাকী স্বর্গ মেলিয়া
দেই এবং একেশ্বর পৃথিবী পাড়িয়াছি তিনি এই

২৫ কথা কহেন । যিনি ভুকুটিরদের ভবিষ্যৎ বাক্য বৃথা করেন ও গুনিনেরদিগকে উন্মাদ করেন এবং পণ্ডিতেরদের চাওর অন্যমত করেন
২৬ এবং তাহারদের জ্ঞানকে উন্মত্ত করেন যিনি আপন সেবকের কথা স্থির করেন এবং তাহার দুতেরদের পরামর্শ পূর্ণ করেন যিনি যিরোশলমের কাছে তুমি বসতি হইবা এবং যিহোদার নগরের প্রতি তোমারদের গঠন হইবে এবং আমি তাহার নরশূন্য
২৭ স্থান পুনঃস্থাপন করিব তিনি এই কথা কহেন । যিনি গভীরকে বলেন তুমি কষি হও এবং আমি তোমার
২৮ নদী শুষ্কহইব । যিনি খোরশকে বলেন তুমি আমার রক্ষক করণ সেবক ও যিনি যিরোশলমকে বলেন তোমার গঠন হইবে এবং ঈশ্বরের মন্দিরকে তোমার ভিত করিতে হইবে সে আমার নিয়ত পূর্ণ করিবে যিনি এ সকল করেন তিনিই আমি ।—

পর্ব্ব ৪৫ — তাহার সম্মুখে দেশীয়েরদিগকে পরাস্ত করণ ও রাজারদের কমরবন্ধ মোচন ও দুইপাটা কপাট তাহার আগে খোলন এবং দ্বার বন্ধ না হওনার্থে স্বহস্ত ধারিত আপন অভিষিক্ত খোরশকে যিহুহা এ কথা
২ কহেন । যে আমি যিহুহা যিশরালের ঈশ্বর যিনি তোমাকে তোমার স্বনামে নামধেয় করেন তোমার ইহা জাননের কারণ আমি তোমার আগে যাইয়া পর্ব্বত সমান করিবও পিতলের কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিব
৩ এবং লোহার হুড়কা ছেদন করিব । এবং তোমাকে

অন্ধকারস্থ ধন এবং অপ্রকাশ স্থানে অতি গুপ্ত যে
৪ ধন তাহা আমি দিব। আমার ঠাকুর দাস ও আমার
য়িশরাল পসন্দিতের কারণ আমি তোমার স্বনামে
তোমাকে ডাকিয়াছি তুমি আমাকে জ্ঞাত ছিলা না
কিন্তু তথাপি আমি তোমারে খ্যাত নাম দিয়াছি।
৫ আমিই য়িহুহা এবং আর কেহ নহে আমা ছাড়া
কোন ঈশ্বর নহে আমাকে তুমি জ্ঞাত ছিলা না
৬ কিন্তু আমি তোমার কমর বান্ধিব। যে আমা ছাড়া
কেহ নহে সূর্য্যোদয় স্থান এবং পশ্চিমদিগ হইতে
লোকেরা ইহা জাননের জন্য আমিই য়িহুহা আমা
৭ বই আর কেহ দীপ্তকারী ও অন্ধকার সর্জ্জক অরণ
কারী ও আপদ সর্জ্জক নহে আমিই এ সর্ব্বকারী
য়িহুহা।—

৮ হে স্বর্গেরা তোমরা ওপর হইতে শিশির ফোটাং
বর্ষাও মেঘেরা ও ঝনং করিয়া যথার্থ ক্রিয়া বর্ষাউক
পৃথিবী স্ববক্ষ খুলুক ত্রাণ স্বফল ফলুক ধর্ম্ম ও তাহার
মঞ্জুরী প্রকাশ করুক আমি য়িহুহা তাহার সৃষ্টি
৯ করিয়াছি। যে জন স্বশরীরকারী পরাক্রমের সহিত
ঝকড়া করে খোলাই কুম্ভকারের সহিত তাহার সন্তাপ
হওক তুই কি করিতেছিস মৃত্তিকা কি কুম্ভকারকে
এই কথা বলিবে এবং কর্ম্ম কি কর্ম্মকারককে তোর
১০ হাত নহে এই কহিবে। আপনার পিতাকে কি
জন্মাইতেছিস এবং আপনার মাতাকে তুই কি প্রসব
হইতেছিস যে জন এই কথা কহে তাহার সন্তাপ হওক।

১১ যিহূহা যিশরালের ধর্ম্ম ভবিষ্যত দ্রব্যের সর্জ্জক এ কথা কহেন তোমরা কি আমার শিশুরদের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করহ এবং আমার স্বহস্ত কৃতের
১২ বিষয় কি আমাকে আজ্ঞা দিতেছ। আমি পৃথিবী বনাইয়াছি এবং তাহার ওপরস্থ মনুষ্যেরদিগকে সর্জ্জন করিয়াছি আমার হস্ত স্বর্গেরদিগকে মেলিয়াছে তাহারদের সকল সৈন্যেরদিগকে আমি আজ্ঞা ও
১৩ দিয়াছি। আমি তাহাকে ধর্ম্মে উৎপন্ন করিয়াছি ও তাহার সকল গমন সোজা করিব তিনি আমার নগর গাঁথিবেন এবং আমার বিদেশে বন্ধিতেরদিগকে তিনি মুক্ত করিবেন কিন্তু উদ্ধার কারণ নহে এনামের কারণ ও নহে সৈন্যের ঈশ্বর যিহূহা এ কথা কহেন।
১৪ যিহূহা এ কথা কহেন মিস্রের ধন ও খশের মাল ও দীর্ঘ শরীরীয় শবা লোক তোমার ওখানে আসিবে ও তোমার হইবে তাহারা তোমার পশ্চাতে যাইবে তাহারা জিঞ্জিরে গতি করিবে তাহারা তোমার স্থানে প্রণাম করিবে ও বিনয় বচনে তোমার কাছে নিবেদন করিবে তোমার মধ্যে কেবল প্রভু আছেন এবং
১৫ তাঁহা বই আর কেহ ঈশ্বর নহে। হে যিশরালের ঈশ্বর মুক্তিদ তুমি অবশ্য পরামর্শ গোপক প্রভু।
১৬ তাহার যত বৈরি ইহারা সকলে লজ্জিত ও চমৎকৃত আছে প্রতিমাকারকেরা এক কালীন লজ্জান্বিত হইয়া
১৭ স্থানান্তরে ও আছে। কিন্তু যিশরাল অনন্ত মোক্ষেতে যিহূহায় মুক্ত হবে অনন্তকালে যুগানুক্রমে তোমরা লজ্জিত হইবা না ও লজ্জায় বিবর্ণ হইবা না।

১৮ কেননা স্বর্গ সৃষ্টিকারী য়িহুহা যিনি তিনি এ কথা কহেন পৃথিবী সর্জ্জক ও নির্ম্মাণকারী যিনি তিনি ঈশ্বর তিনি তাহা স্থির করিয়াছেন তিনি তাহা বৃথা সৃষ্টি করিলেন না বসতি হওনের নিমিত্ত তিনি তাহা নির্ম্মাণ করিলেন আমি হই য়িহুহা আমা ব্যতিরেক আর
১৯ কেহ নহে । আমি নিভৃতিতে ও পৃথিবীর অন্ধকারীয় স্থানে কহি নাহি আমি যাঁকুবের সন্তানেরদিগকে আমাকে বৃথা দৃষ্টি কর এই কথা কহি নাহি আমি সত্যবাদী সরলোত্তরদায়ী য়িহুহা ।—

২০ তোমরা একত্র আইস হে অন্যদেশীয়াকর্ষিত ছাড়াতে বাঁচা লোক তোমরা একত্র হও । যাহারা স্বহস্ত চাঁচা কাষ্ঠ বহিয়া বেড়ায় যাহারা উদ্ধার করিতে অশক্ত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে তাহারা কিছুই জানে না ।
২১ সর্ব্বত্র ঢেঁড়ি দিয়া তাহারদিগকে নিকট আনহ তাহারা পরামর্শ করুক যিনি পূর্ব্বকালবধি ইহা জানাইলেন ও প্রথমাবধি তাহা প্রকাশ করিলেন তিনি কেডা তিনি কি আমি য়িহুহা নহেন যাহা ছাড়া আর কোন ঈশ্বর ও নহে সত্যবাদী ও মুক্তিদায়ী প্রভু আমা বিহনে
২২ আরও কেহ নহে । হে পৃথিবীর অন্তভাগস্থ লোকেরা আমারদিগে দৃষ্টি করিয়া উদ্ধারিত হও কেননা আমিই প্রভু আমা ব্যতিরেক আর কেহ নাই ।
২৩ আমি আপন নাম লইয়া দিব্য করিয়াছি এ সত্য অমোঘ বাক্যই আমার মুখ হইতে বাহিরিয়াছে
২৪ অবশ্য প্রতি হাটু আমার কাছে পাড়িবে । মুক্তকরণ ও বলাক্রম কেবল য়িহুহার এ কথা কহিয়া প্রতি জিহ্বা

২৫ ক্রিয়া করিবে। যত লোক তাহার জন্য বেজার হইল তাহারা লজ্জিত হইবে তাহার কাছে ও তাহারা আসিবে। যিশরালের সকস্ত বংশ যিহুহাতে নির্দ্দোষী কৃত হইবে ও দর্প কথা কহিবে।

পর্ব্ব ৪৬

বেল হেঁট হইয়াছে নবো বসিতেছে তাহারদের ঠাকুরেরা জন্তু ও পশুর উপরে থোয়া গিয়াছে তাহারদের অতিবাদ বোজা হইয়াছে শ্রান্ত পশুরদের
২ দুঃখদায়ক ও ভার। তাহারা বসিল তাহারা একত্র হেঁট হইয়া পড়িল তাহারা আপনারদের বোজা রক্ষা করিতে পারিল না তাহারাই আপনারা বলাকর্ষিত ও হইয়া অন্য দেশে বাস করণার্থে যাইতেছে।
৩ হে যাকুব বংশ হে যিশরাল বংশের যে লোক বক্রি হয় হে তোমরা যে জন্মকালাবধি বহিত হইয়াছ যে গর্ব্ভস্থ কালাবধি বহনীয় ছিল তোমরা আমার কথা
৪ শুন। তোমারদের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি সেই যত তোমারদের পাকাচুল কাল পর্য্যন্ত আমি তোমারদিগকে বহিব আমি তোমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং শুনিব এবং বহিব এবং পরিত্রাণ করিব।
৫ হে তোমরা যে থয়লা হইতে স্বর্ণ লও এবং তারাজুতে রূপা তৌল কর তোমরা কাহার তুল্য ও কাহার সমান আমাকে করিবা এবং কি উপমা করিয়া আমারদের পরস্পর তুল্য হওনের
৬ জন্য আমাকে করিবা। তাহারা স্বর্ণকারকে মজুরি দিলে সে তাহা এক ঠাকুর করে তাহারা

তাহার ভজনা করে তাহারা তাহার সম্মুখেই
৭ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। তাহারা তাহাকে স্কন্ধ
করিয়া বহে তাহারা তাহাকে বেড়াইয়া বহে
তাহারা তাহাকে স্বস্থানে রাখিলে সে দাণ্ডায়
সে আপন স্থান হইতে লড়িবে না যে জন তাহার
কাছে প্রার্থনা করে তাহাকে উত্তর দিবে না এবং
তাহার দুঃখ হইতে তাহাকে উদ্ধার ও করিবে না।
৮ তাহা মনে কর ও মনুষ্যের মত কার্য্য কর
হে ঈশ্বরত্যাগিরা তোমরা ইহাতে বহুচিন্তা কর।
৯ পূর্ব্ব কালের যে কার্য্য তাহা মনে কর অবশ্য
আমি ঈশ্বর এবং আমা বই আর কেহ নাহি
আমিই প্রভু আর কোন বস্তু আমার তুল্য নহে।
১০ আরম্ভ কালাবধি শেষ কালে প্রকাশক এবং অতি
পূর্ব্বকালাবধি যাহা এখন বর্ত্তমান নহে তাহা
প্রকাশক আমার যুক্তি স্থির হইবে এবং যাহা ইচ্ছা
১১ করিয়াছি তাহা করিব এ বচনবাদী আমি। পূর্ব্বদিগ
হইতে নশর পক্ষী এবং অতিদূর দেশ হইতে আমার
সমন্ত্রী ডাকক আমি যেমন কহিয়াছি তেমন করিব
আমি নিয়ম করিয়াছি সে কার্য্য অবশ্য পূর্ণ
১২ করিব। হে কঠিনান্তঃকরণীয়েরা উদ্ধার হইতে
১৩ দূরস্থেরা তোমরা আমার কথা শুনহ। আমি আমার
অঙ্গীকৃত পরিত্রাণ নিকট আনি তাহা দূরে থাকিবে
না এবং আমার মুক্তকরণ বিলম্ব হইবে না আমি
জীয়নে মোক্ষও দিব আমার তেজ ও যিশরালে
দিব।

পর্ব্ব ৪৭ হে বাবেলের আইবড় কন্যা তুমি নামিয়া ধূলায় বস হে খাশিদীরদের কন্যা তুমি সিং৽হাসন বিনা মৃত্তিকায় বস কেননা তোমার নাম কোমল ও নরম
২ আর বলিতে হইবে না। জাঁতা ধর দানা পিশ কেশ মুক্ত কর ফুরফুরা চুল দেখাও পা শূন্য কর
৩ নদী ভাঙ্গিয়া হাঁট তোমার উলঙ্গতা অদৃশ্য করিতে হবে তোমার লজ্জাই প্রকাশ করিতে হবে আমি পূর্ণ প্রতিফল দিব এবং কোন মানুষ আমার ঠাঁই
৪ উপাসনা করিতে দিব না। সৈন্যের যিহুহা আমারদের প্রতিদায়ী আছেন যিশরালের ধর্ম্মা তাহার
৫ নাম। হে খাশিদীর কন্য তুমি চুপ করিয়া বস তুমি অন্ধকারে যাও কেননা তোমার নাম রাজ্যের ঠাকুরানী
৬ আর বলিতে হইবে না। আমি আমার লোকেরদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম আমি আমার অধিকার ব্যবহারিত করিলাম এবং তাহারদিগকে তোমার হস্তে দেওয়াইলাম তুমি কিছু দয়া তাহারদের উপর করিলা না তুমি তোমার যোয়ালের ভার বৃদ্ধ লোকেরদের
৭ উপর অতিশয় করিয়াছ। এবং তুমি বলিয়াছ আমি সর্ব্বক্ষনে ঠাকুরানী হইব কেননা এই সকল তুমি বড় না ঠাওরিয়াছ শেষে তোমাকে কিং ঘটিবে
৮ তাহা কিছু মনে না করিয়াছ। কিন্তু হে নিরাপদ স্থল নিবাসী সুখভোগী যে অন্তঃকরনে কহিতেছ আমিই আছি ও আমা বই কেহ নহে আমার বিধবার মত বসিতে হইবে না আমি শিশুর অভাবতা জানিতে
৯ পাইবা না। কিন্তু তোমার অনেক মন্ত্রনা এবং

তোমার গুনি কার্য্যের বড় বল হইলে তথাচ এ দুই আপদ এক নিমেষে তোমাকে ঘটিবে শিশু হারা ও বিধবাত্তা হবে তাহাই সত্বর তোমার ওপার আসিবে।
১০ তুমি আপনার দুষ্টতার ওপর বিশ্বাস করিয়া কেহ আমাকে দেখে না এই কহিয়াছ তোমার জ্ঞান ও তোমার বুদ্ধি তোমার মন ও ফিরাইয়াছে তাহাতে অন্তঃকরনে কহিয়াছ আমিই আছি এবং আমা বই
১১ আর কেহ নহে। তেকারনে যে দুঃখ তুমি বারন করিতে জানিবা না সে দুঃখ তোমাকে ঘটিবে এবং যে দুর্ভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করিতে পারিবা না তাহা ও তোমাকে ঘটিবে এবং যে বিনাশ তুমি কিছু চাওরিতে পারিবা না তাহা ও তোমার ওপর সত্বর
১২ আসিবে। এখন যদি তোমার কিছু ওপকার হইতে পারিবে যদি তাহাতে কিছু বল হইতে পারিবে তবে তোমার মন্ত্র তন্ত্র ও যে গুনিন ক্রিয়াতে যুবাকালাবধি ব্যাপার করিয়াছ তাহাতে নিত্য প্রবৃত্ত হও।
১৩ তোমার অনেক২ পরামর্শে তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ এক্ষন তোমার জ্যোতির্ব্বিদ্ ও নক্ষত্রদর্শক ও দৈবজ্ঞেরা যে প্রতি অমা ‍স্যায় তোমার কিং ঘটনা হইবে এই দর্শকেরা এক্ষন দণ্ডাইয়া তোমাকে ওদ্ধার
১৪ করুক। দেখ তাহারা নাড়ার মত হবে অগ্নি তাহারদিগকে পোড়াইবে তাহারা শিখার বল হইতে আপনারদের প্রান রক্ষা করিবে না কাহাকে গর্ম্ম করন ও অগ্নি পোহানের জন্য তাহারদের এক আঙ্গারা
১৫ রক্ষি রহিবে না। যে সকল মন্ত্রিরদের সহিত

তুমি যুবাকালাবধি পরামর্শ করনেতে শ্রম করিয়াছ তাহারা তোমার এমন উপকারী হবে তাহারা প্রতিজন আপন কার্য্যে ফিরিবে কেহ তোমাকে পরিত্রাণ করিবে না।—

পবর্ব ৪৮

হে যাঁকুবের বংশ তোমরা যে যিশরাল নামাঙ্কিত আছ তোমরা যে যিহোদার ওনুই হইতে বহিতেছ তোমরা যে যিহুহার নাম লইয়া কিরা করিতেছ ও যিশরালের ঈশ্বর ও প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিতেছ ২ কিন্তু মনে নহে সত্য নহে। হে তোমার যে পবিত্র সহর নামে নামাঙ্কিত আছ এবং সৈন্যের যিহুহা নামধেয় যিশরালের ঈশ্বরই তোমারদের ধারক ৩ বলিয়া মান তোমরা এ কথা শুনহ। আমি প্রথমাবধি পূর্ব্ব কালের বিষয় তোমারদিগকে দেখাইয়াছি তাহারা আমার মুখ হইতে বাহিরিল এবং আমি তাহা প্রকাশ করিলাম আমি তাহা করিবা ৪ মাত্র তাহা উপস্থিত হইল। তুমি একগুঁয়া লোক এবং তোমার গলা লোহার রগ ও তোমার কপাল পিতল ইহা জানিয়া আমি প্রথমাবধি তোমাকে তাহা ৫ দেখাইলাম আমার ঠাকুর তাহা করিয়াছেন এবং আমার ভাস্কর কৃত ও ছাঁচুয়া প্রতিমা তাহার আজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা এই কথা না কহনের কারন তাহা উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আমি তা তোমাকে দেখাই ৬ লাম। তুমি তাহা পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছ দেখ সে সকলে হইয়াছে তবে কি তোমরা তাহা প্রকাশ মান স্বীকার করিবা না দেখ এ কাল হইতে আমি

এক্কন পর্য্যন্ত অপ্রকাশি[illegible] এবং তোমার জ্ঞানের
৭ বাহিরে যে তাহা কথা [illegible]মাকে শুনাইব। দেখ
আমি সে সকলে জানিয়াছি [illegible]মার এ কথা না বলনের
জন্য তাহা এক্কনে উদ্ভব [illegible]য়াছে এবং পূর্ব্ব কাল
নহে এবং আজিকার পূর্ব্বে তুমি তাহা শুনিতে না
৮ পাইয়াছ! তুমি তাহা শুনিতে না পাইয়াছ এবং
জানিতেও না পাইয়াছ তোমার কর্ণ তাহা ও গ্রহনার্থে
প্রথমে খোলা না গিয়াছে কেননা আমি জানিলাম যে
তুমি অবশ্য ভ্রান্তি জন্মাইবা এবং যে জন্মকালাবধি
৯ তোমার নাম ঈশ্বর ত্যাগী। আমি আপনার নামার্থে
আমার ক্রোধ গৌন করাইব আপনার স্তবার্থে ও
আমি তাহা তোমা হইতে বন্ধ করিব যেন তোমাকে
১০ খোলয়ানা ছেদন করিব না। দেখ অগ্নিতে
তোমাকে আমি পরিষ্কার করিয়াছি কিন্তু রূপার
মত নহে আমি দুঃখের আঘাতে তোমার পরিক্ষা
১১ করিয়াছি। আমি আপনারার্থে তাহা করিব কেননা
আমার নাম [illegible] [illegible]মণ্ডিত হইবে আমার সুখ্যাত
১২ ও আমি অন্য কাহাকে [illegible] না। হে আমার দাস
যাঁকুব ও আমার ডাকিত [illegible] [illegible]বান আমার কথা শ্রবন
কর আমি হই তিনি আমি [illegible]
১৩ আমার হাত পৃথিবীর ভিত্ত করিয়াছে [illegible] আমার
দক্ষিন হস্ত বিঘতে স্বর্গ মাপিয়াছে আমি তাহার
দিগকে তলব করিলে তাহারা সকলে হাজির হয়।—
১৪ হে তোমরা সকল এক স্থানে হইয়া শুনহ তোমার

দের মধ্যে কেডা এ প্রসঙ্গ পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছে
যাহাকে যিহুহা প্রেম করিয়াছেন তিনি বাবেলের ওপর
তাহার মনস্থ ও খাশ্দী লোকেরদের ওপর তাহার
১৫ পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন । আমি আমিই কহিয়াছি
আমি ও তাহাকে ডাকিয়াছি আমি তাহাকে আনিয়াছি
১৬ তাহার পন্থ ও মঙ্গল দায়ক হইবে । আমার নিকট
আসিয়া ইহা শুনহ আরম্ভ কালাবধি আমি
গুপ্তে না কহিয়াছি তাহার হওনারম্ভ কালের
পূর্ব্বে আমি তাহা নিয়ম করিয়াছিলাম এবং এখন
যিহুহা ও তাহার আত্মা আমাকে পাঠাইয়াছেন ।—
১৭ যিহুহা তোমার মুক্তিদ যিশরালের ধর্ম্ম্য এ কথা
কহেন আমি যিহুহা তোমার প্রাপ্তি যাহাতে
হবে যিনি শিক্ষান ও তোমার গন্তব্য পথ প্রস্তু প্রভু ।
১৮ আহা তুমি যদি আমার আজ্ঞা মানিতা তবে তোমার
লক্ষ্মী নদীর ন্যায় এবং তোমার মঙ্গল সমুদ্রের
১৯ জলের মত হইত। তোমার সন্তান ও বালির মত ও
তোমার ওদরের ওৎপত্তি তাহার ওদরের ওৎপত্তির
ন্যায় হইত তোমার নাম ছেদন ও হইত না কিম্বা
আমার সম্মুখ হই.ত তাহা নষ্ট ও হইত না ।—
২০ যে তোমরা বাবেল হইতে খাশিদীর দেশ হইতেই
আনন্দ শব্দ করিতে২ পলাও ইহা প্রকাশ কর
ইহা শুনাও তাহা পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত প্রচার করহ
কহ যিহুহা তাহার যাঁকুব দাসকে মুক্ত করিয়াছেন ।
২১ যে বনে তিনি তাহারদিগকে গমন করাইলেন সে বনে
তাহারা তৃষিত ছিল না তিনি পর্ব্বত হইতে তাহার

দের জন্য জল বাহির করিলেন তিনিই পাষাণ
২২ ফাটাইয়া জল বাহিরিল। যিহুহা কহেন দুষ্টেরদের
কিছু কুশল নহে।—

পর্ব্ব হে তোমরা দূর দেশেরা আমার বচন শুনহ হে
৪৯ লোকেরা তোমরা দূর থাকিয়া অবধান করহ।
— গর্ব্ভস্থাবধি যিহুহা আমাকে ডাকিয়াছেন আমার
মাতার ওদরস্থ কালাবধি ও আমার নাম কহিয়াছেন
২ তিনি আমার মুখ ও তীক্ষ্ন তলোয়ার করিয়াছেন
তিনি স্বহস্তের ছাইয়ায় আমাকে লুকাইয়াছেন
আমাকেই চকচকা বান করিয়াছেন তিনি তাহার
৩ তরকোষের মধ্যে আমাকে থুইয়াছেন। তিনি
ও আমাকে কহিয়াছেন হে যিশরাল তুমি
আমার দাস যাহাতে আমার স্তব প্রকাশ হইবে।
৪ কিন্তু আমি কহিয়াছি আহা আমি বৃথা শ্রম
করিয়াছি আমি নিরর্থক এবং অকারন বল ব্যায়
করিয়াছি কিন্ত আমার মাসলত যিহুহার কাছে
এবং আমার ক্রিয়ার [illegible] দেওন আমার ঈশ্বরের
৫ সহিত আছে। যিনি যাঁকুবকে তাহার কাছে
পুনর্ব্বার আনন এবং যি[illegible] বালকে [illegible]হার নিকটে
একত্র করনার্থে আমাকে তাহার [illegible] হওনের
নিমিত্ত গর্ব্ভস্থ কালাবধি নির্ম্মান করিলেন সেই কারনে
আমি যিহুহার দৃষ্টে আদৃত এবং আমার
ঈশ্বর আমার সামর্থ আছেন সে যিহুহা এ কথা
৬ কহেন। তুমি যাঁকুবের কলম বৃদ্ধ করন এবং

যিশরালের তাল পুনর্ব্বার তাজা করণার্থে আমার
সেবক হওন এই তোমার কি ক্ষুদ্র কার্য্য আমার উদ্ধার
কারক হওনের জন্য পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত অন্য দেশী
য়েরদের দীপ্তি তোমাকে আমি সম্প্রদান ও করিব।—

৭ তুচ্ছিত মুর্ত্তি দেশীয়েদের ঘৃণিত অধ্যক্ষেরদের
বসীভূত যে ব্যক্তি তাহাকে যিহুহা যিশরালের মুক্তিদ
তাহার ধর্ম্ম্য এ কথা কহেন রাজাগণ তাহাকে
দেখিয়া উঠিবে অধ্যক্ষেরাও তাহাকে দেখিয়া বিশ্বস্য
যিহুহা ও যিশরালের ধর্ম্ম্যার্থে তাহার পূজা করিবে
কেননা তিনি তোমাকে পসন্দ করিয়াছেন।—

৮ যিহুহা এ কথা কহেন আমি প্রীতি গ্রাহ্য করিবার
কালে তোমার কথা শুনিয়াছি এবং উদ্ধারের দিনে
তোমার উপকার করিয়াছি তোমাকে আমি রক্ষা ও
করিব এবং দেশের পুনর্ভদ্র করণ এবং নিরালয় স্থান
অধিকারি বিশিষ্ট কারণের জন্য তোমাকে লোকের
৯ দের বন্দোবস্তের কারণ আমি দিব। বন্দিতেরদিগকে
কহিয়া তোমরা বাহিরে যাও এবং অন্ধকারস্থিতের
দিগকে তোমরা প্রকাশ হও তাহারা পথের
নিকট চরিবে এবং উচ্চস্থানে তাহারদের চরান স্থান
হইবে। তাহারা ক্ষুধিত হইবে না ও তৃষিত হইবে না
গ্রীষ্ম কিম্বা রৌদ্র ও তাহারদিগকে মারিবে না
কেননা যিনি তাহারদিগকে দয়া করেন তিনি
তাহারদের পথ দেখাইবেন এবং জলের উথলীয়
১১ উনুইর নিকট তাহারদিগকে লইয়া যাবেন। আমার
সকল পর্ব্বতে আমি সমান পথ করিব আমা

১২ সতর্ক ও ওষ্ঠা করিতে হইবে। দেখ ইহারা দূর হইতে এবং দেখ ইহারা উত্তর ও পশ্চিমদিগ হইতে এবং ইহারা শানিম দেশ হইতে আসিবে।—

১৩ হে স্বর্গগন তোমরা নাদ করিয়া গান কর হে পৃথিবী তুমি আনন্দ করহ হে পর্ব্বতগন তোমরা এককালীন গীত গাও কেননা যিহুহা তাহার লোকের দিগকে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং তাহার দুস্থি লোকেরদের উপর দয়া করিবেন।—

১৪ কিন্তু চীয়ন কহিতেছে যিহুহা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন আমার ভগবান ও আমাকে বিস্মৃত

১৫ হইয়াছেন। স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী বালককে বিস্মৃতা হইতে পারিবে যেন আপন গর্ভজ পুত্রকে স্নেহ কিছুই করিবে না ইহারাই বিস্মৃত হইতে পারিবে কিন্তু তোমাকে আমি

১৬ বিস্মৃতা হইব না। দেখ তোমার আকার আমার হাতের তালুয়ায় করিয়াছি তোমার দেয়াল

১৭ ও নিত্য [illegible] থাকে। যাহারা তোমাকে নষ্ট করিল তাহারা কিঞ্চিত কাল পরে তোমার গঠক হইবে এবং যাহারা তোমাকে শূন্য করিল

১৮ তাহারা তোমার সন্তান হই[illegible]। তোমার চক্ষু ঊর্দ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিগে দেখ এই সকল একত্র হইয়া তোমার স্থানে আইসিতেছে যিহুহা বলেন আমি যদি জীবিত হই তবে তুমি তাহারদিগকে সকল সুন্দর পরিচ্ছদের মত পরিধান করিবা এবং যেমন কন্যা তাহার অলঙ্কার পরে তেমন তোমার গাত্রে

১৯ তাহারদিগকে বান্ধিবা। কেননা তোমার পতিত ও নিরাবাদ স্থান এবং তোমার নরশূন্য কৃত দেশ তাহই এখন প্রজা পূর্ণ হইবে এবং যাহারা তোমাকে খাইয়া ফেলিল তাহারদিগকে বড় দূর লড়াইতে ২০ হইবে। তোমার যে পুত্রগন হারিয়া গিয়াছে তাহারাই এ স্থান আমার কারন বহু কার্কশ্য আছে আমার বাস করিবার নিমিত্ত স্থান দেহ এই কথা তোমার ২১ শ্রবনে কহিবে। এবং তুমি অন্তঃকরনে বলিবা আমার এ সকল জন্মায়াছে কে আমি সন্তান হারা ও একা ও দেশ ছাড়া ও চণ্ডাল ছিলাম ইহারদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন কে দেখ আমি ত্যাগী ও একা ছিলাম ইহারা সে কালে কোথায় ছিল।—

২২ য়িহুহা ভগবান একথা কহেন দেখ আমি অন্য দেশীরে দিগে হাত উঠাইব এবং লোকেরদিগে ধ্বজা উঠাইব এবং তাহারা বক্ষ করিয়া তোমার পুত্রের দিগকে আনিবে তোমার কন্যারদিগকে স্কন্ধ করিয়াও ২৩ বহিতে হইবে। রাজারা তোমার পালক পিতা হইবে এবং তাহারদের রানী[illegible] তোমার পালিকা মাতা হবে তাহারা ভূমিবদিগে মুখ করিয়া তোমার স্থানে প্রনাম করিবে [illegible]র পায় ধুলা চাটিবে এবং যে আমি [illegible] এবং যে যাহারা তাহার উপর বিশ্বাস করে তাহারা লজ্জিত হইবে না ইহা তুমি জানিতে পাইবা।

২৪ বলবান হইতে লুট কি কাড়িয়া লইতে হইবে এবং ভয়ঙ্কর ধৃত শিকার কি খালাস করিতে হইবে।

২৫ য়িহুহা এ কথা কহেন পরাক্রান্তরদিগের শিকার

ষের রীরিতেই হইবে এবং ভয়ঙ্কর বৃত লুট ও খালাস করিতে হইবে কেননা যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে তাহারদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব এবং তোমার শিশুরদিগকে মুক্ত করিব। ২৬ এবং তোমার অন্যায় দণ্ডকেরদিগকে আপনারদের মাংস বহু খাওয়াইব এবং আপনারদের রক্ত নুতন দ্রাক্ষরসের মত বহু পান করাইব এবং যে আমি য়িহুহা তোমার ত্রান কর্ত্তা এবং যে তোমার মুক্ত কর্ত্তা যাকুবের পরাক্রম্ত আছেন সর্ব্ব প্রানেরা ইহা জানিতে পাইবে।

পর্ব্ব ৫০ য়িহুহা এ কথা কহেন তোমারদের মাতা ত্যাগ করন এ পাত্র যাহা দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি সে কাথায় আমার খাতকেরদের মধ্যে ও কোন মহাজনের কাছে তোমারদিগকে বিক্রয় করিয়াছি দেখ তোমরা তোমার আপনারদের অযথার্থের কারন বিক্রীত হইয়াছ তোমারদের ঘাইটের কারন তোমারদের মাতা ও ছাড়া গিয়াছে। ২ আমি কি নিমিত্ত আসিয়াছি এবং কেহ বিদ্যমান নহে আমি কেন ডাকিয়াছি এবং কেহ উত্তর করিল না তবে কি আমার [illegible] মত খাটো হইয়াছে যে মুক্ত করিতে পারি না এবং আমার পরিত্রান করিবার পরাক্রম কি কিছু নহে দেখ আমার ধমকানেতে আমি সমুদ্র শুষ্ক করাই আমি নদীকে বন করাই এবং জল না হওয়াতে তাহারদের মৎস্য শুষ্ক যায় এবং তৃষ্ণার কারন মরে।

৩ আমি কালাবর্ণ স্বর্গের দিগকে পরাই এবং তাহার
৪ দের চট চ্ছাদন করি। এবং পরিশ্রান্ত লোকের দিগকে
উপযুক্ত কথা কহিতে জানার কারণ য়িহূহা আমাকে
পণ্ডিতের জিহ্বা দিয়াছেন তিনি প্রাতঃ২ জাগান
শিষ্যের ন্যায় মনোযোগ করিয়া শুননের নিমিত্ত
৫ তিনি আমার কর্ণ জাগান। য়িহূহা ভগবান আমার
কর্ণ ফুরিয়াছেন আমি ও হস্তুতি ছিলাম না এবং
৬ পশ্চাদ্দিগে গতি করিলাম না। আমার পৃষ্ঠ
মারকের দিগকে ও দাড়ি উপাড়কের দিগকে দিয়াছি
আমার মুখ লজ্জা ও থুতুদেওন হইতে গুপ্ত করিলাম
৭ না। কেননা য়িহূহা ভগবান আমার উপকারী
সে কারণ আমি লজ্জিত নহি সে কারণ মুখ চকমকি
পাথরের মত করিয়াছি এবং জানি যে আমি লজ্জিত
৮ হইবে না। যিনি আমাকে ধার্ম্মিক খ্যাত করেন
তিনি নিকট আমারদের সহিত যুদ্ধ করিবে কে
আইস আমরা একত্র বাহিরে দণ্ডাই আমার
৯ বৈরি কে সে [illegible] করিতে আইসুক। দেখ য়িহূহা
ভগবান আমার উকিল [illegible] মোর দোষী হওয়া প্রমাণ
দিবে কে দে[illegible] [illegible] সকল বস্ত্রের মত পুরান
[illegible]ইয়া ঘ[illegible] কীট [illegible]রদিগকে খাইয়া ফেলিবে।

১০ তোমারদের মধ্যে য়িহূহা ভয়ী কে সে তাহার
সেবকের কথা অবধান করুক তোমারদের মধ্যে যে
অন্ধকারে গমন করে ও যাহার কিছু দীপ্তি নহে সে
য়িহূহার নামে বিশ্বাস করুক এবং তাহার ধারক

১১ ঈশ্বরের ওপর ভর দিওক। হে তোমরা সকল যে অগ্নি জ্বলাইতেছ যে কাষ্ঠ চতুর্দ্দিকে জমা করিতেছ দেখ তোমরা আপনারকের অগ্নি ও স্বপ্রজ্বালিত কাষ্ঠের আলোতে চলহ আমার হাতে তোমরা ইহা পাইবা তোমরা দুঃখে শুইবা।

পর্ব্ব ৫১ হে তোমরা ধর্ম্ম পশ্চাদ্বার্ত্তিরা য়িহুহা চেষ্টকেরা আমার কথা শুন যে পর্ব্বত হইতে তোমরা খুদিত ছিলা এবং যে গহ্বর হইতে খুন্ন ছিলা তাহার ২ দিগে দৃষ্টি কর। তোমারদের আবরহায় গোত্র এবং যাহার গর্ব্ভস্থ ছিলা সে শারার দিগে দৃষ্টি কর কেননা তিনি একা হইলে আমি তাহাকে ডাকিলাম ৩ ও বর দিলাম ও তাহার বৃদ্ধি করিলাম। অতএব য়িহুহা এমত ছীয়নকে সান্ত্বনা করিবেন তিনি তাহার সকল নষ্ট ঠাঁই সান্ত্বনা করিবেন তিনি তাহার বন উদ্দনের মত এবং তাহার কানন য়িহুহার ওদ্যানের মত করিবেন আনন্দ ও আহ্লাদ ও প্রাপ্ত মঙ্গল স্বীকার ও গানের রব তাহার মধ্যে পাওয়া যাবে।

৪ হে লোকেরা তোমরা আমার কথা অবধান কর হে অন্যদেশীয়েরা আমার বচন শুন করহ কেননা আমা হইতে ব্যবস্থা বাহিরিবে এবং লোকেরদের দীপ্তের ৫ কারন আমার বিচার প্রকাশ করিব। আমার ধর্ম্ম নিকট আছে আমার ত্রান করন যাত্রা করে আমার ভুজ লোকেরদের এনসাফ করিবে দূর দেশ

আমার অপেক্ষা করিবে তাহারাও সাহস করিয়া
৬ আমার ভুজের দিগে দেখিবে। হে তোমরা ঊর্দ্ধস্থ
স্বর্গের দিগে ও নীচস্থ পৃথিবীর দিগে দৃষ্টি কর অবশ্য
স্বর্গ ধূমার মত গলিয়া যাইবে এবং পৃথিবী
বস্ত্রের ন্যায় পুরাতন হইয়া যাইবে তাহার সকল
নিবাসীরাও অতি ছোর কীটের মত ধ্বংস হইবে কিন্তু
আমার ত্রানকরন সদাকাল থাকিবে এবং আমার
ধর্ম্মের ক্ষয় হইবে না।—

৭ হে যথার্থজ্ঞেরা যে লোকেরদের অন্তঃকরনে আমার
ব্যবস্থা তোমরা আমার কথা শুনহ অভাগ্য মনুষ্যের
ধীমকান ভয় করিও না ও তাহারদের নিন্দাতে
৮ পরাজিত হইও না। কেননা পোকা তাহারদিগকে বস্ত্রের
ন্যায় খাইয়া ফেলিবে কীট ও তাহারদিগকে মেষের
লোমের মত খাইবে কিন্তু আমার ধর্ম্ম সদাকাল
থাকিবে এবং আমার ত্রান সর্ব্ব পুরুষ বরাবরি।

৯ হে [illegible] ভুজ জাগ জাগ বল পরিধান কর পূর্ব্ব
দিনের ন্যায় তাহাই পূর্ব্ব পুরুষ কালের ন্যায় চৈতন্য
হও যাহা রাহবকে [illegible] ও নাগকে হানিল তুমি
১০ কি তাহা নহ। [illegible] সে মহাগভীরের জলই যে শুষ্ক
করিল সমুদ্রের [illegible]ভীর স্থলকে মুক্ত লোকেরদের পার
১১ হওনের পথ যে করিল তুমি কি তাহা নহ। যিহুহার
মুক্ত লোক এমত ফের আসিবে এবং মহানাদ করিতেং
জীয়নে ওত্তরিবে তাহারদের মাতার মকুট অনন্ত হরিষ
হইবে তাহারা আনন্দ ও আহ্লাদ পাইবে এবং শোক
১২ ও কোঁকান পালাইবে। যিনি তোমাকে সান্ত্বনা করেন

তিনি আমি আমিই। মরণীয় মানুষ এবং ঘাসের মত
১৩ ভবিতব্য মানুষের পুত্রকে যে ভয় করিবা এবং যিনি
স্বর্গগান মেলিলেন ও পৃথিবীর ভিত করিলেন এই
য়িহুহা তোমার সর্জ্জককে বিস্মৃত হইবা এবং প্রতি
দিনে জোর কর্ত্তার ক্রোধেতে যেমতে সে নষ্ট করিতে
উদ্যত হইত এমন নিত্য ভয় করিবা কিন্তু জোর কর্ত্তা
ক্রোধ এখন কোথায় এ সকল করিতে তুমি কে।
১৪ যিনি বিদেশে বন্দিতকে উদ্ধার করিতে আইসেন
যেন কয়েদে মরে না ও তাহার ভক্ষ্যাভাব যেন না
১৫ হয় তিনি শীঘ্র আগমন করিতেছেন। আমি য়িহুহা
তোমার ঈশ্বর সমুদ্রের ঢেউ যদি ও অতিশয় গর্জ্জে
যিনি তাহা এক কালিন নিবৃত্ত করেন সৈন্যের য়িহুহা
১৬ তাহার নাম। স্বর্গ মেলিতে ও পৃথিবীর ভিত করিতে
ও ছীয়নকে তুমি আমার লোক এ কথা কহিতে
আমার বাক্য তোমার মুখে থুইয়াছি ও আমার
হস্তের ছায়ায় তোমাকে ঢাকিয়াছি।
১৭ হে য়িরোশলম য়িহুহার হ.ত হইতে তাহার
ক্রোধবাটীস্থ যে পান [illegible] য়াছ তুমি গাত্রোত্থান কর
গাত্রোত্থান কর উঠ তুমি কম্পনবাটীর গাদা পীয়াছ
১৮ তুমি তাহা নিঙড়া করিয়াছ তাহার যত পুত্র প্রসব
হইয়াছে তাহারদের মধ্যে তাহার পথপ্রদ কেহ নহে
তাহার যে সকল পুত্র প্রতিপালন করিয়াছে তাহার
১৯ দের মধ্যে তাহার হাত ধরিতে কেহ নহে। শূন্যতা
ও সর্ব্বনাশ এ দুই তোমাকে ঘটিয়াছে তোমার কারন
শোকিত হইবে কে আকাল ও তলোয়ার ও তোমাকে

২০ সান্ত্বনা করিবে কে। তোমার পুত্রেরা মোহিত হইল তাহারা য়িহুহার ক্রোধ ও তোমার ঈশ্বরের ধমকানি পূর্ণ হইয়া জাল। আটকা মহিষের ন্যায় প্রতি গলির মাথায় পড়িয়া রহে।

২১ অতএব হে ব্যাকুল কন্যা ও দ্রাক্ষারস ভিন্ন পানেতে
২২ মত্ত তুমি সম্প্রতি এ কথা শুনহ। য়িহুহা তোমার ভগবান এবং স্বলোকের অন্যায় প্রতিদায়ী তোমার ঈশ্বর এ কথা কহেন দেখ কম্পন বাটী আমার ক্রোধ বাটীই তাহার গাদা তোমার হাত হইতে আমি লই
২৩ তোমার তাহা আরবার খাইতে হবে না। কিন্তু যাহারা তোমাকে জোর করে যাহারা তোমাকে কহে হেঁট হও আমরা তোমার উপর দিয়া যাই তুমি ও যেমন মৃত্তিকা ও যেমন গলি তেমন পথিকেরদের কারণ পিঠ পাতিয়াছে তাহারদের হাতে আমি তাহা দিব।

পর্ব্ব ৫২

হে ছীয়ন জাগ চৈতন্য হও বল পরিধান করহ হে য়িরোশলম পবিত্র নগর তোমার তেজস্কর পরিচ্ছদ পর কেননা অত্বকচ্ছেদী ও অশুচি তোমার মধ্যে
২ আর কখন প্রবেশ করিবে না। হে য়িরোশলম তোমার গাত্রের [ধূলা ঝাড় [তোমার উচ্চাসন আরোহন কর হে ছীয়নের অন্যদেশে বন্দিত কন্যা
৩ তোমার গলার বন্ধন] খোল। কেননা য়িহুহা এ কথা কহেন তোমরা কিছু অর্থে বিক্রীত হইলা না এবং তঙ্কা না দেওনেতে তোমারদিগকে প্রতিমুক্ত
৪ করিতে হইবে। কেননা য়িহুহা ভগবান এ কথা কহেন প্রথমে আমার লোক মিস্রে প্রবাস করিতে

গেল এবং শেষে আশোরীরা তাহারদের উপর
৫ অন্যায় করিল। এবং এখন য়িহুহা কহেন আমার
আর কি করিতে আছে কেননা আমার লোক
কিছু না দিয়া লইয়া গিয়াছে য়িহুহা ও কহেন
যাহারা তাহারদের শাসক তাহারা তাহার বিষয় দর্প
কথা কহে এবং আমার নাম দিনবদিন তুচ্ছিত
৬ আছে। অতএব সে দিনে আম.. লোক আমার
নাম জানিবে কেননা যিনি য়িহুহা প্রতিজ্ঞাবান তিনি
আমি দেখ আমি বর্ত্তমান ও আছি। আনন্দিত
৭ প্রেরিত কুশলপ্রচারক আনন্দিতমঙ্গলদসমাচার দায়ী
ত্রানপ্রচারক ছীয়নকে তবেশ্বর কতৃত্ব করেন এ বাক্য
বাদী পর্ব্বতের উপরে তাহার পা কেমন সুন্দর দেখা
৮ যায়। তোমার কোতয়াল গুষ্টস্বর করে তাহারা
একিবারে চেঁচায় কেননা যখন য়িহুহা ছীয়নে পুনর্ব্বার
৯ আইসেন তখন তাহারা মুখামুখি দেখিবে। হে
য়িরোশলমের ভাঙ্গা চুরা তোমরা উল্লাষিত হও
একত্রে চেঁচাও কেননা য়িহুহা আপনার লোককে
সান্ত্বনা করিয়াছেন তিনি য়িশরালকে মুক্ত করিয়া
১০ ছেন। য়িহুহা আপনার বাম ভুজ সকল দেশীয়েরদের
দৃষ্টি অদুলা করি..ছেন এবং পৃথিবীর সকল স...
আমারদের ঈশ্বরের ত্রান দেখিতে পাইয়াছে।—

১১ হে তোমরা প্রস্থান কর প্রস্থান কর সেখান হইতে
যাও অপবিত্র বস্তু ছুইও না তাহার মধ্যে হইতে যাও
১২ হে য়িহুহার পাত্রবাহীরা তোমরা শুচি হও। অবশ্য
তোমরা শীঘ্র বাহিরে যাইবা না এবং দৌড়িতেং গমন

করিবা না কেননা তোমারদের সম্মুখে য়িহুহা গতি
করিবেন এবং য়িশরালের ঈশ্বর তোমার পশ্চা–
১৩ লোকেরদিগকে আনিবেন। দেখ আমার সেবক
ভাগ্যবান হইবে তাহাকে উচ্চ ও মহত্ব এবং
১৪ অতি সম্ভ্রান্ত করিতে হইবে। তাহার মুখ
মানুষের মুখ হইতে ও তাহার মূর্ত্তি মানুষ্যের সন্তান
হইতে এমন বিকৃতি ছিল তাহাতে যেমন অনেকে
১৫ তাহার দর্শনেতে চমৎকৃত হইল তেমন ও তিনি
অনেক দেশীয়েরদিগকে ছিটাইয়া দিবেন তাহার
আগে রাজারা মুখ বন্ধ করিবেন কেননা যাহা
তাহারদের কাছে পূর্ব্বে প্রকাশ হইল না তাহারা
তাহা দেখিতে পাইবে এবং যাহা শুনিতে পাইয়াছি
না তাহা ও তাহারা মনে বিচার করিবে।—

পর্ব্ব ৫৩ আমারদের সংবাদ আস্থা করিয়াছে কে য়িহুহার
ভুজ [illegible] হা কাছে প্রকাশ হইয়াছিল। কেননা
যেমন কোমল চারা ও যেমন শুষ্ক ভূমি থাকিয়া মূলের
মঞ্জুরি তেমন ও তিনি [illegible]দের দৃষ্টিতে বাড়িবেন
আমরা যে তাহাকে প্রিয় মানিব তাহার এমন রূপ নহে
এবং সৌন্দর্য্য ও নহে ও এমন তাহার মুখ নহে যে
৩ আমরা তাহাকে ইচ্ছা করিব। তিনি তুচ্ছিত এবং
মনুষ্যের মধ্যে গনিত নহে দুঃখী ও শোক পরিচায়ী
তিনি কোন কাহার মত যে মুখ আমারদিগ হইতে
লুকায় তিনি তুচ্ছিত ছিলেন আমরা ও তাহাকে
৪ আদর করিলাম না। অবশ্য তিনি আমারদের

দুর্ব্বলতা সহিয়াছেন ও আমারদের দুঃখ ভোগ
করিয়াছেন কিন্তু আমরা ভাবিলাম যে তিনি বিচার
আজ্ঞাতে প্রহারিত ও ঈশ্বর নিগৃহীত ও পীড়িত।
৫ কিন্তু তিনি আমারদের ঘাইটের কারণ তাড়িত আমার
দের অযথার্থের কারণ প্রহারিত ছিলেন যে শাস্তিতে
আমারদের কুশল হয় তাহা তাহার উপরে দেয়া
গেল এবং তাহার প্রহারেতে আমারদের পীড়া মোচন
৬ হইল। আমরা সকল মেষের মত চূকে ভ্রমণ
করিয়াছি আমরা প্রতি জন আপনং পথে ফিরিয়াছি
য়িহুহা আমারদের সকলের অযথার্থ ভোগ তাহার
৭ উপরে বসাইয়াছেন। তাহা বেরাক চাহা গেল এবং
তিনি নিশাদাতা নিযুক্ত হইলেন কিন্তু মুখ খুলিলেন
না যেমন মারণার্থে লইয়া যাওয়া মেষের বাচ্চা ও যেমন
তাহার লোম কাটকের সম্মুখে মেষ গোঙ্গা আছে
৮ তেমন তিনি মুখ খুলিলেন না। তিনি অন্যায় বিচারে
ছেদিত ছিলেন তাহার গতি ও কে বলিতে চাহিল
কেননা তিনি জীবতের দেশ হইতে ছেদিত হইলেন
আমার লোকের ঘাইটের কারণ তিনি মৃত করাঘাত
৯ খাইলেন তিনি কোন চূক করিলেন না এবং তাহার
মুখে প্রতারনা ও পাওয়া গেল না কিন্তু দুষ্টে[illegible]র
সহিত তাহার কবর করণ নিয়ম ছিল এবং ধনবানের
১০ সহিত তাহার কবর স্থান ছিল। কিন্তু তাহা[illegible]
দুঃখ চেষ্টা করিতে য়িহুহার সন্তোষ ছিল যদি
তাহার প্রাণ প্রায়শ্চিত্ত উৎসর্গ করিয়া থাকে তবে
তিনি চিরকাল থাকা বংশ দেখিবেন এবং য়িহুহার

১১ দয়াকারী নিয়ত তাহার হাতে সিদ্ধ হইবে। তিনি আপন প্রানের যন্ত্রনায় ফল দেখিতে পাইবেন ও তৃপ্ত হইবেন তৎজ্ঞানেতে আমার ধার্ম্মিক সেবক অনেককে যথার্থিকে করাইবেন কেননা যিনি তাহারদের
১২ অযথার্থের ভোগ করিবেন। অতএব তাহার বাঁটের কারনে তাহাকে সে অনেক দিব বলবান লোকেরা ও তাহার লুটাংশ হইবে কেননা তিনি মরন পর্য্যন্ত আপন প্রান ব্যায় করিলেন ও দোষীরদের সহিত গনা গেলেন এবং অনেকের পাপের ভোগ করিলেন এবং দোষগ্রস্তেরদের কারন ওপাসনা করিলেন।

পর্ব্ব ৫৪

হে বন্ধ্যা যে গর্ব্ভ না ধরিয়াছ আনন্দ চীৎকার কর হে তুমি যে প্রসব হইলা না আনন্দ ধ্বনি এবং ওল্লাষ শব্দ করহ কেননা য়িহহা বলেন অবিবাহিত স্ত্রীলোকের শিশু বিবাহিতের শিশু
২ হইতে অধিক হইবে। তোমার তাম্বুর জায়গা বাড়াও তোমার তাম্বুর সামিয়ানা বৃদ্ধ হওক ভয় নাই দড়ী
৩ লম্বা কর খুটি মজবুত গড়। কেননা দক্ষিনে বামে তুমি বথ বাড়াইবা তোমার সন্তানেরা অন্যদেশীয় লোকাধিকার পাইবে তাহারা ও নরশূন্য নগরে
৪ বসতি করিবে। তুমি ভয় করিও না কেননা তোমার লজ্জা হইবে না বিবর্ন ও হইও না কেননা তোমার অপমান হইবে না তোমার যুবাকালের লজ্জা ও বিস্মৃত হইবা তোমার বিধবা হওয়া অনাদর ও তোমার স্মরনে
৫ আসিবে না। কেননা তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার

ইসন্যের ঈশ্বর যিহুহা নামধেয় যিনি তিনি তোমার স্বামী যিশরালের ধর্ম্ম্য যিনি তিনি তোমার মুক্তদ তিনি ও সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বিখ্যাত হইবেন।
৬ কেননা তোমার ঈশ্বর কহেন যেমন ত্যাগী ও বড় দুঃখী স্ত্রী লোক এবং যেমন যুবাবস্থায়ির বাহিত হওনের পরে স্বামী ত্যাগী বধূ তেমন যিহুহা তোমাকে
৭ পুন ডাকিয়াছেন। অল্প ক্রোধে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি কিন্তু বহু ক্ষমা করিয়া তোমাকে পুন গ্রহন
৮ করিব। যিহুহা তোমার মুক্তদ কহেন আমি কিঞ্চিত কালের ক্রোধে তোমা হইতে এক পলকে মুখ লুকাই যাছি কিন্তু অনন্ত প্রীতি করিয়া তোমাকে কৃপা করিব।
৯ নোহের দিনে যে কালে এ কিরা করিয়াছিলাম যেমন আমি তৎকালে কহিয়াছি নোহের জল পৃথিবী আর ব্যাপিবে না তেমন আমি কিরিব সে মত ও যে আমি র ক্রুদ্ধ হইব না এবং তোমাকেও আর ধমকাইব না
১০ আমি এই কিরা করিয়াছি। কেননা যিহুহা যিনি তোমাকে বহু প্রেম করেন তিনি এ কথা কহেন পর্ব্বত লড়াইতে হবে এবং গিরি উলটাইতে হইবে কিন্তু আমার প্রীত আর তোমা হইতে লড়িবে না এবং আমার কুশল করন বন্দোবস্ত উলটাইতে হইবে না।
১১ হে দুঃখী ঝড়মারিত ও সান্ত্বনাহীন দেখ ত্ব সিন্দুরেতে তোমার পাথর বসাইব এবং তোমার ভিত
১২ শাফির মনি হইবে। এবং তোমার আলিসা অয়স্কান্ত মনি তোমার দ্বার ও সূর্য্যকান্ত মনি করিব এবং তোমার সকল দেয়াল যাতাং বহুমূল্য প্রস্তর

১৩ হবে। তোমার সকল শিশু ও যিহূহার শিক্ষিত হবে
১৪ এবং তোমার শিশুর ভাগ্য বিস্তর হইবে। তোমাকে
ধর্ম্মে স্থির করিতে হইবে তুমি অন্যায় হইতে দূর
হও বটে তাহা তুমি ভয় করিবা না শঙ্কা হইতে দূর
১৫ হও কেননা তাহাও তোমার নিকট আসিবে না। দেখ
তাহারা সকল এক যোগ হইবে কিন্তু আমার আজ্ঞাতে
নহে যে কেহ তোমার বিপরিতে বন্দোবস্তে বদ্ধিত
১৬ আছে সে তোমার পক্ষে আসিবে। দেখ কয়লা
ফুকানা অগ্নি করা ও কার্য্য মত হাতিয়ার করা কর্ম্ম
কার যে জন তাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আমি ও
১৭ বিনাশ করনার্থে নাশককে সৃষ্টি করিয়াছি। তোমার
বিপরিতে যে অস্ত্র বানান হইয়াছে তাহা থাকিবে না
এবং যে প্রতি জিহ্বা তোমার সহিত বিবাদ করে তাহা
তুমি পরাস্ত করিবা এ যিহূহার সেবকেরদের অধি
কার যিহূহাও কহেনতা হারদের নির্দ্দোষতা হওন
আমা হইতে আছে।—

পর্ব্ব ৫৫ হে প্রতি জন যে তৃষ্ণিত আছ তোমরা জলের কাছে
আইস যাহার কিছু রূপা নাহি তোমরা আইস কেন
কর খাও বটে আইস দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ রূপা ব্যতিরেক
২ ও মূল্য ব্যতিরেক ক্রয় করহ। যাহা খাদ্য নহে তাহার
কারণ তোমারদের রূপা তোল করিয়া কেন দিতেছ তৃপ্তি
যাহাতে নহে তাহার কারণ কেন শ্রম দিতেছ অবধান
কর এবং আমার বাক্য শুনিয়া যাহা নিতান্ত ভাল
তাহা খাও এবং উত্তম ভক্ষ্যতে তোমার মনের অভি
৩ লাষ যেন পূর্ণ হয়। অবধান করিয়া আমার নিকট

আইস শুন তাহাতে তোমার প্রাণ বাঁচিবে এবং
আমি ও এক অনন্ত বন্দোবস্ত তোমার সহিত করিব
যে অক্ষয় প্রতিজ্ঞা দাওদের প্রতি করিয়াছি তাহা
৪ তোমরদিগকে আমি দিব। দেখ লোকেরদের
নিকট সাক্ষী এবং ভিন্ন দেশবাসিরদের শাসন
কর্ত্তা ও ব্যবস্থা কর্ত্তা হওনের কারণ আমি তাহাকে
৫ স্থাপন করিয়াছি। দেখ যে দেশীয় লোক তুমি জানিলা
না তাহারদিগকে তুমি ডাকিবা এবং দেশীয়েরা যে
তোমাকে চিনিল না যিহুহা তোমার ঈশ্বরার্থে
যিশরালের ধর্ম্ম্যেরার্থে তোমার কাছে দৌড়িবে
কেননা তিনি তোমার গৌরব করিয়াছেন।
৬ যে কাল যিহুহা পাওয়া যাবেন সে পর্য্যন্ত তাহার
অন্বেষণ কর তিনি যেক্ষণ নিকট আছেন তৎকালে
৭ তাহার কাছে প্রার্থনা কর। দুষ্ট লোক তাহার দ্বারা
এবং অযথার্থিক লোক তাহার মানস ত্যাগ করুক
সেও যিহুহার কাছে ফিরুক কেননা তিনি দয়া করিয়া
তাহাকে গ্রহণ করিবেন আমারদের ঈশ্বরেরদিগে
ও ফিরুক কেননা তিনি মাফ করণেতে অবিরত
৮ আছেন কেননা যিহুহা কহেন আমার মানস তোমার
মানস নহে তোমারদের দ্বারা ও আমার দ্বারা
৯ নহে। কেননা যেমত স্বর্গ পৃথিবী হইতে ওচ্চ তেমনি
আমার গতি তোমারদের গমন হইতে এবং আমার
মানস তোমারদের মানস হইতে আছে।
১০ যেমন বৃষ্টি এবং বরফ স্বর্গ হইতে বর্ষিয়া সেখানে
পুনর্ব্বার যায় না কিন্তু বুনককে বীজ ও খাদককে

খাদ্য দেওনের নিমিত্ত পৃথিবী সেঁচে এবং উৎপন্নবান
১১ ও ফলবান করে। তেমন আমার মুখনির্গত
বাক্য অবশ্য হবে তাহা আমার কাছে বৃথা ফিরিবে
না কিন্তু যাহা আমি নিয়ম করিয়াছি তাহা পূর্ণ
করিবে এবং যে নিয়ত্ত সাবিনেতে পাঠাইলাম তাহা
১২ সিদ্ধি করিবে। তোমারা অবশ্য আনন্দ করিতেং
যাত্রা করিবা এবং কুশলে তোমরাদিগকে আগেং
লইয়া যাইতে হইবা গিরি পর্ব্বতাদি তোমারদের
অগ্রভাগে গান করিতে লাগিবে ক্ষেত্রের সকল
১৩ বৃক্ষ ওহাত তালি দিবে। কাঁটা গাছের স্থানে বরোশ
বৃক্ষ বাড়েবে এবং শ্যাকুলের স্থানে হদশ বৃক্ষ হবে
তাহাও যিহুহার এক স্মরণার্থের কারন এক নিত্য
অলোপনীয় চিহ্নের কারন হইবে।—

পর্ব্ব ৫৬ যিহুহা এ কথা কহেন তোমরা ন্যায় পালন করন
এবং পুকৃত কার্য্য কর কেননা আমার ত্রান সাম্নিবা
এবং আসিতে ওদ্যত আছে তাহা পুকাশিত হইতে
পুস্তুত আছে এবং আমার বীর্য্য দেখাইবার মত আছে।
২ যে মরণীয় মানুষ ইহা করে সে বীন্য এবং যে মনুষ্যের
পুত্র ইহা ধীরে যে শাবত পালন করিয়া তাহা অশুচি
করে না এবং যে আপনার হাতকে কুকর্ম্ম করিতে
নিষেধ করে।—

৩ যে বিদেশীয়ের পুত্র যিহুহার নিকট থাকে যিহুহা
তাহার লোক হইতে আমাকে ঘোলোয়ানা যুদা করি
ছেন সে এ কথা কহুক না খোজা ও আমি এক শুষ্ক
৪ বৃক্ষ এই কথা কহুক না। কেননা যে খোজারা আমার

শাবত পালন করে ও আমার সন্তোষক ক্রিয়া পসন্দ করে ও আমার বন্দোবস্ত একান্ত মানে তাহারদিগকে
৫ যিহূহা এ কথা কহেন। আমার ঘরে ও আমার দেয়ালের ভিতরে আমি পুত্র কন্যা হইতে বড় স্মরণার্থ ও নাম দিব তাহারদিগকে আমি এক অক্ষয় নিত্য অচ্ছেদনীয়
৬ নাম দিব। যিহূহার সেবা করণ ও তাহার নাম প্রেম করণ ও তাহার দাস হওনের জন্য বিদেশীয়েরদের পুত্রেরা যত জন যিহূহার নিকটস্থ হওনের আকিঞ্চন করে যেই প্রতি জন শাবত পালন করিয়া তাহা অশুচি
৭ করে না এবং আমার বন্দোবস্ত দৃঢ় মানে তাহার দিগকে আমার পবিত্র পর্ব্বতে আমি আনিব এবং আমার প্রার্থনাগারে তাহারদিগকে আনন্দিত করাইবা তাহাদের হোম ও বলিদান আমার যজ্ঞ কুণ্ডের উপরে গৃহীত হবে কেননা আমার আলয় সকল লোকেরদের কায়নাগার খ্যাত হইবে।—

৮ যিহূহা ভগবান যিনি যিশরালের অজ্ঞানীয়েরদিগকে একত্র করেন তিনি এ কথা কহেন যে লোকেরা তাহার সমভিব্যাহারী হইয়াছে তাহারদের ছাড়া আমি ইহার
৯ পরে আরং তাহার কাছে একত্র করিব। হে মাঠস্থ সকল জন্তু তোমরা আইস হে বন পশুরা তোমরা খাইয়া ফেলিতে আইস।—

১০ তাহার চৌকিদার সকলেই কানা ও তাহারা অজ্ঞান তাহারা সকল গোঙ্গা কুক্কুর তাহারা ডাকুং করিতে পারিবে না তাহারা স্বপ্নদর্শী নিদ্রালু ঘুমালিচ্ছুক।
১১ বটে এ কুক্কুরেরা অশিষ্ট খাইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট তাহারা

পরিতুষ্ট হইতে জানে না রক্ষকেরা ও আপনি বুঝিতে পারে না তাহারা সকল আপনারদের পথে ফিরে যহৎ ইতরাদি প্রতি জন ও আপনং প্রাপ্তি চেষ্টা
১২ করে। আইস আমরা দ্রাক্ষরস আয়োজন করি আমরা বহু সুরা পান করি এবং যেমন আজিকার ভক্ষ্য তেমন বড় ও তাহা হইতে অতিশয় কল্যকার হইবে।

পর্ব্ব ৫৭ ধার্ম্মিক লোকের ক্ষয় হইয়াছে এবং কেহ চিন্তা করে না পুন্যবান লোকেরা ও স্থানান্তরে নীত হইয়াছে এবং দুর্গতির নিমিত্ত যে ধার্ম্মিক নীত
২ হইয়াছে তাহা কেহ বুঝে না। সাধি মানুষ যে সোজা পথে গমন করে তিনি কুশলে যাবেন নিজ শয্যার উপর তিনি বিশ্রাম করিবেন।

৩ কিন্তু গনকের পুত্রেরা পারদারিক ও বেশ্যার সন্তা
৪ নেরারে তোমরা এখানে আইস। তোমরা কাহার শ্লেষ কর তোমরা কাহাকে নিন্দা করিতেছ তে মরা কাহাকে
৫ দেখিয়া মুখ ভ্যাঙ্গাও এবং জিহ্বা লকলক কর। প্রতি জন সবুজ বৃক্ষের তলে দেবকামে জ্বলিতেং ও বালককে মাটে ও পর্ব্বতের গুহে মারিতেং তোমরা কি ঈশ্বরর
৬ ত্যাগি জালিয়া ও মিথ্যা সন্তানেরা নহে। মাটের চিকুন পাথরের মধ্যে তোমার অধিকার এইং তোমার অংশ তুমি ইহারদের ঠাই পানীয় উৎসর্গ ঢালিয়াছ তোমার নিবেদনার্থীয় বস্তু ও দিয়াছ আমি কি সন্তুষ্ট
৭ হইয়া এ কার্য্য দেখিতে পারি। তুমি বড় উচ্চ পর্ব্বতের উপরে তোমার শয্যা থুইয়াছ তুমি সেখানে উৎসর্গ

৮ করিতে গিয়াছ। তুমি কপাট এ বাজুর পাছে তোমার স্মরণার্থ থুইয়াছ তুমি আমাকে ছাড়িয়া স্থানন্তরে গিয়াছ তোমার শয্যা তুমি বাড়াইয়াছ তুমি ও তাহারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের শয্যা তুমি ভাল বাসিয়াছ তুমি সে কারণ স্থান প্রস্তুত করিয়াছ।

৯ তুমি তৈলের নজর লইয়া রাজার কাছে গিয়াছ এবং তোমার বহুমুল্য তৈল অনেক২ করিয়াছ তুমি ও তোমার উকিল অতি দুর পাঠাইয়াছ এবং আপনার

১০ অভ্রম অদৃশ্য জগত পর্য্যন্ত করিয়াছ। তোমার দীর্ঘ যাত্রাতে আপনাকে শ্রান্ত করিয়াছ তুমি কহিয়াছ ভরসা নহে তুমি আপনার যেইনত করিয়া জীবনের ভক্ষ্য

১১ পাইয়াছ অতএব ঘোলোয়ানা মূর্চ্ছা না হইয়াছ। তুমি মিথ্যা কার্য্য করিয়াছ এবং আমাকে মনে না রাখিয়াছ তাহা ও মনে না ভাবিয়াছ. এই করনের নিমিত্ত তুমি কাহার কাছে এমন মহাভীত হইয়াছিলা তাহা কি আমার চুপকরিয়া থাকল ও চক্ষুটিপনের নিমিত্ত তুমি ও আমাকে

১২ ভয় না করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ করিব এবং তোমার কার্য্য তোমার উপকার হইবে না।

১৩ তোমার চেঁচান কালে তখন তোমার সহকারী তোমার পরিত্রাণ করুক কিন্তু বাযুতে তাহারদিগকে লইয়া যাবে এক ফুক তাহারদিগকে উড়াইবে কিন্তু যে জন আমার শরন লয় সে জন দেশাধিকার পাইবে এবং আমার পবিত্র পর্ব্বত ও পাইবে।—

১৪ তখন আমি বলিব বন্ধ পথ বন্ধ পথ পরিস্কার কর

১৫ আমার লোকের পথ হইতে প্রতি বাধা লড়াও কেননা

যিহুহা যিনি মহা ও ঊর্দ্ধ্বা যিনি অনন্তকাল নিবাসী যাহার নাম বীর্য্যা তিনি এ কথা কহেন আমি ঊর্দ্ধ্ব ও পবিত্র স্থানে বাস করিব এবং নম্র লোকের আত্মা জীয়াইতে এবং ভাঙ্গা লোকের অন্তঃকরণে প্রাণ দান দিতে আমি ও ভগ্নাত্মা ও নম্র লোকেরদের
১৬ সহিত থাকি। কেননা আমি নিত্য বিবাদ করিব না আমি ও সদাকাল ক্রুদ্ধ হইব না তা হইলে আমার সম্মুখে আত্মা ও আমার হস্তকৃত প্রাণ দুঃখে জরিত
১৭ হইত। তাহার অপকৃত ক্রিয়ার কারণ আমি কিঞ্চিত কাল ক্রুদ্ধ ছিলাম আমি কোপান্বিত হইয়া মুখ লুকাইয়া তাহাকে মারিলাম পরে সে আপনার অন্তঃ
১৮ করণের পথে বাহুড়িয়া প্রস্থান করিল। আমি তাহার গমন দেখিয়াছি আমি তাহাকে সুস্থ করিয়া তার পথ দর্শক হইব তাহাকে ও তাহার শোকাভিষ্ঠ
১৯ লোকেরদিগকে আমি ও সান্ত্বনা করিব। যিহুহা কহেন ওষ্ঠাধরের ফল যাহা তাহা আমি সৃষ্টি করি নিকটস্থ যে জন তাহার কুশল ও দূরস্থ যে জন তাহার
২০ কুশল আমি ও তাহাকে সুস্থ করিব। কিন্তু দুষ্ট লোক আলোড়িত সমুদ্রের মত কেননা তাহা কখন স্থির হইতে পারিবে না কিন্তু তাহার জলেতে মল
২১ ও কাদা ওঠে। আমার ঈশ্বর বলেন পামরের কিছু কুশল নাই।

পর্ব্ব ৫৮

ওচ্চৈঃস্বরে চেঁচাও ক্ষমা করহ না তোমার রব তুরির মত ওঠাইয়া আমার লোকেরদের ঢিটাই তাহারদিগকে দেখাও এবং য়াকুবের বংশের পাপ তাহার কাছে

২ প্রকাশ কর। কিন্তু তাহারা দিনবদিন আমাকে চেষ্টা করে এবং ধর্ম্মকারী ও আপন ঈশ্বরের ব্যবহার যে ত্যাগ করিল না এমন লোকেরদের মত আমার পথ জানিতে তাহারদের সন্তোষ আছে তাহারা ধর্ম্ম ব্যবস্থার বিষয় আমাকে নিত্য জিজ্ঞাসা করে ঈশ্বরের নিকট আসিতে তাহারদের ও সন্তোষ
৩ আছে। আমরা উপবাস করিলে তুমি কেন দেখ না আমরা আপনারদের প্রাণের দুঃখ দিলে তুমি কেন মান না দেখ তোমারদের উপবাস করণ দিনে তোমরা সুখভোগ কর এবং মেহনতের বরাওর্দ্দে
৪ তোমরা কিছুই ছাড় না। দেখ ঝকড়া ও বিরোধ এবং গরিব লোককে কিল মারিতে তোমরা উপবাস কর তোমারদের রব উপরে শুনাইতে আমার কাছে
৫ এমন উপবাস কর কেন। তবে মনুষ্য এক দিনের কারণ প্রাণের দুঃখ দিতে ও পাতির মত মাতা নোয়াইতে এবং তাহার কোঁচের জন্য চট ও ছাই বিছাইতে এই কি উপবাস ও যিহোহার এক গ্রাহ্য দিন
৬ বলিতে হবে। দুষ্টতার বন্ধন মোচন করণ পীড়া দায়ক ভার খোলন বলাৎ চেপ্টারদের উদ্ধার করণ এবং প্রতিবাঁক ভাঙ্গিয়া ফেলন যে উপবাস আমি
৭ পসন্দ করি তাহা কি এই নহে। ক্ষুধিতকে ভক্ষ্য বাঁটন ও ভ্রমনীয় গরিবেরদিগকে তোমার ঘরে আনন উলঙ্গ দেখিয়া তাহাকে বস্ত্রাচ্ছাদন এবং আপনার মাংস হইতে না গোপন এই কি আমার

৮ পসন্দিত উপবাস নহে। এই হইলে তোমার দীপ্তি ভোরের মত প্রাকশ হইবে তোমার ঘা ও শীঘ্র শুষ্ক হইবে তোমার ধর্ম্ম তোমার অগ্রে২ ও যাইবে এবং যিহুহার তেজ তোমার পশ্চাৎ লোকেরদিগকে সহিত আনিবে।
৯ তখন ও তুমি ডাকিলে যিহুহা প্রত্যুত্তর করিবেন তুমি চীৎকার করিলে তিনি বলিবেন দেখ আমি
১০ এখানে। যদি তোমার মধ্য হইতে বাঁক ও অঙ্গলির শাস্তা ও নিন্দা করন কথা দূর কর যদি ক্ষুধিতকে ভক্ষ্য দেও ও দুঃখিত প্রানীকে পরিতুষ্ট কর তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদয় হবে এবং তোমার অন্ধকার
১১ মধ্যাহ্নের তুল্য হবে যিহুহা ও তোমাকে নিত্য লওয়াবেন এবং মহা দুর্জ্জল সময়েতে তোমার প্রান তৃপ্তি করিবেন তিনিও তোমার বল পুনর্ব্বার দিবেন এবং তুমি সুন্দর জলসেঁচা উদ্যান ও উথলীয় নিত্য
১২ জলযুক্ত উনুইর মত হইবা। পূর্ব্বকালের ভাঙ্গা চূরা ও তোমার সন্তান গাঁথিবে তাহারা পূর্ব্বকালের ভিতের উপর গাঁথিবে এবং ভঙ্গাবেড়মারী দেশনিবাসীদের
১৩ গন্তব্য পথ ভদ্রকারী তোমার নাম বলিতে হইবে তুমি যদি শাবত হইতে ও আমার পবিত্র দিনে আপনার অভিলাষিত ক্রিয়া করন হইতেই তোমার পদ নিষেধ কর এবং শাবত তোষক দিন যিহুহার পবিত্র পর্ব্ব আদর বিশিষ্ট যদি বল এবং আপনার নিয়ম ও আপনার সুখ চেষ্টা এবং অকারন কথা কহন ত্যাগ
১৪ করিয়া তাহার সম্ভ্রম ও যদি কর তখন তুমি যিহুহায় সন্তোষ পাইবা আমি ও তোমাকে পৃথিবীর উচ্চ

স্থানারোহন করাইব এবং তোমার পিতা যাকুবের অধিকার ও পত্তীবিকা তোমাকে করিব কেননা যিহুহার মুখ তাহা কহিয়াছেন।

পর্ব্ব ৫৯

১ দেখ যেমন মুক্ত করিতে পারে না তেমন যিহুহার হাত খোড়া নহে ও যেমন শুনিতে না পারে তেমন
২ তাহার কর্ণ ও ভারি নহে। কিন্তু তোমারদের অযথার্থ তোমারদিগকে এবং তোমারদের ঈশ্বরকে ভিন্ন করিয়াছে তোমারদের পাপ ও তাহার মুখ তোমার দিগ হইতে গুপ্ত করিয়াছে তাহাতে তিনি শুনেন না
৩ কেননা তোমারদের হাত রক্তেতে ও তোমারদের অঙ্গুলি অযথার্থেতে অশুচি আছে তোমারদের ওষ্ঠাধর মিথ্যা কথা কহে ও তোমারদের জিহ্বা
৪ দুষ্কৃতি কথা ফুসং করে। শূন্যতায় বিশ্বাস করিতেং ও মিথ্যা কথা; কহিতেং হিংসা গর্ভ্ভ ধারিতেং ও অযথার্থ প্রসব হইতেং কেহ ধর্ম্মে মকদ্দমা করে না এবং কেহ সত্য ওত্তর প্রত্যুত্তর করে না।
৫ তাহারা ফনাধরের ডিম্ব ফুটায় এবং মাকসার জাল বুনে যে জন তাহারদের ডিম্ব খায় সে
৬ মরে তাহা ও ভাঙ্গিলে ফনাধর বাহিরে। তাহার দের জাল পরিচ্ছদ হইবে না এবং তাহারা আপনারদের কার্য্যে আপনারদিগরকে ঢাকিবে না তাহারদের কার্য্য অযথার্থ কার্য্য তাহারদের
৭ হাত ও বলাৎ কার্য আছে। তাহারদের পা কুক্রিয়া করিতে বেগে দৌড়ে তাহারা ও অহিংসুককে খুন করিতে শীঘ্র করে তাহারদের মনন অনুকৃত

মনন তাহারদের পথে সর্ব্বনাশ ও অভাগ্য
৮ আছে। তাহারা কুশলের পথ চিনে না তাহার
দের গমনে ও বিচার নহে তাহারা আপনারদের
কারন বাঁকা পথ করিয়াছে যে কেহ তাহা দিয়া
৯ যায় সে কুশল জানে না। অতএব বিবেচনা আমার
দিগ হইতে দুর থাকে এবং প্রকৃত কর্ম্ম আমার
দিগকে ধরে না আমরা আলো অপেক্ষ করি কিন্তু
দেখ অন্ধকার আমরা তেজ অপেক্ষ করি কিন্তু
১০ ঘোরতায় ভ্রমন করে। আমরা অন্ধ লোকেদের
মত দেয়ালের জন্য হাতড়িয়াং যাই আমরা
অদৃষ্টি লোকেদের মত ভ্রমন করে আমরা যেমন
সন্ধ্যাকালে তেমন মধ্যাহ্নকালে ঙচোটে যাই আমরা
যেমন মরা লোকেরদের মধ্যখানে তেমন সুভক্ষোর
১১ মধ্যখানে ব্যবহার করে। আমরা সকল ভালুকের
মত গর্জ্জি এবং দুদুর ন্যায় শব্দ করি আমরা
বিচার অপিক্ষ করি কিন্তু তাহা নহে ত্রান
ও অপিক্ষ করি কিন্তু তাহা আমারদিগ হইতে দুর
১২ থাকে। কেননা তোমার গোচরে আমারদের ঘাইট
অনেক বাড়িয়াছে এবং আমারদের পাপ আমারদের
ঠকায় করে কেননা আমারদের ঘাইট আমার
দের কাছে লাগিয়া থাকে এবং আমরা আমারদের
১৩ অযথার্থ কবুল করি। দুষ্কৃত করন ও যিহুহার
বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা কহন ঈশ্বরের পশ্চাদ্বর্ত্তিতা
হইতে ফিরন হিংসুক কথা কহেন আজ্ঞালঙ্ঘন
যাওয়ান এবং অন্তঃকরনে মিথ্যা কথা জন্মালেড়ে

১৪ বিচার ও অন্যদিগে ফিরাইত আছে এবং প্রকৃত ক্ষরন দূরে দণ্ডায় কেননা গলিতে সত্যতা ও চোট খাইয়াছে এবং সাধুতা প্রবেশ করিতে পারিল না
১৫ সত্যতা ও নিতান্ত অপ্রাপ্য হইয়াছে যে জন কুকর্ম্ম পথে যায় না তাহার লুটিত হওন আপদ আছে। য়িহুয়া এই দেখিলেন এবং বিবচনা না হওনেতে
১৬ তাহার অসন্তোষ ছিল। তিনি ও দেখিলেন যে কেহ বর্ত্তমান নহে এবং কেহ মধ্যস্থ না হওনেতে চমৎকৃত ছিলেন তখন তাহার আপনার ভুজ আপনার কারন উদ্ধার ক্রিয়া করিলেন তাহার
১৭ স্বধর্ম্ম ও তাহাকে রক্ষা করিল। তিনি ও বক্ষ পত্রের মত ধর্ম্ম পরাইলেন এবং ত্রান টোপর তাহার মাথাতে ছিল তিনি বস্ত্রের কারন প্রতিফল দেওন পরিধান করিলেন তিনি ও সালের মত ধর্ম্মতাপ পরি
১৮ ধান করিলেন। তিনি প্রতিফল দেওনেতে শক্ত যিনি প্রতিফল দেওনেতে শক্ত তিনি কর্ম্মের ফল দিবেন তাহার শত্রুরদিগকে ক্রোধ দিবেন তাহার বৈরীরদিগকে ও কর্ম্মের ফল দিবেন অতিদূর সীমান্তেরদিগকে তিনি
১৯ প্রতিফল দিবেন। তিনি যখন মহা বায়ুতে ঠেলা গমনে আটা নদীর মত আসিবেন তখন পশ্চিম দিগ নিবাসীরা য়িহুহার নাম ভয় করিবে এবং
২০ সূর্য্যোদয়স্থনিস্থেরা তাহার গৌরব মানিবে। য়িহুহা কহেন মুক্তদ ও চীয়নে আসিবেন এবং যাকুব হইতে
২১ অযথার্থ ফিরাইবেন। য়িহুয়া ও কহেন যে বন্দোবস্ত আমি তাহারদের সহিত করিব তাহা এই আমার

যে আত্মা তোমার উপরে আছে ও আমার যে কথা তোমার মুখে দিয়াছি সেই তোমার মুখ হইতে ও তোমার সন্তানেরদের মুখ হইতে ও তোমার সন্তানেরদের সন্তানের মুখ হইতে এ কালাবধি কখন যাইবে না।—

পর্ব্ব ৬০ ১ উঠ দীপ্তিবান হও কেননা তোমার দীপ্তি আসিয়াছে এবং য়িহুহার তেজ তোমার উপর উঠিয়াছে কেননা ২ দেখ অন্ধকার পৃথিবী ঢাকিবে এবং ঘোর কুজ্ঝটি দেশীয় লোকেরদিগকে ঢাকিবে কিন্তু য়িহুহা তোমার উপর উঠিবেন এবং তাহার তেজ তোমার উপর দৃষ্ট ৩ হবে। অন্য দেশীয় লোকেরা তোমার দীপ্তিতে এবং ৪ রাজাগিন তোমার উদয়েতে গমন করিবে। তুমি চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখ তাহারা সকল একত্র হইয়াছে তাহারা তোমার কাছে আসিতেছে তোমার পুত্রগিন দুর হইতে আসিবে এবং তোমার কন্যাগিন ও কোলে ৫ করিয়া বহিতে হইবে। যখন সমুদ্রের ধন তোমার উপর চালিতে হয় যখন দেশীয়েরদের ধন তোমার স্থানে আইসবে তখন তুমি দেখিবা ও আনন্দেতে উথলিবা তোমার হৃদয় ও ভীত হইবে এবং বিস্তারিত ৬ হইবে। উট বন্যা মদিন ও ঐফার উষ্ট্রেরাই তোমাকে ঢাকিবে শবানিবাসীরা সকলে আসিবে তাহারা স্বর্ণ ও লবান বহিবে এবং হৃষ্ট হইয়া য়িহুহার ৭ স্তব করিবে। কদরের সকল পশু পাল তোমার কাছে একত্র হইবে নবাতের মেষেরা তোমার সেবা করিবে তাহারা আমার যজ্ঞকুণ্ডের উপরে গাহ্য হইয়া

গুঠিবে আমার সুন্দর মন্দির ও আমি সুন্দর করাইব।
৮ যাহারা মেঘ এবং ওড্ডীয়মান ঘুঘুর মত ওড়ে তাহারা
৯ কে। যিহুহা তোমার ঈশ্বরের নাম এবং যিশরালের
ধর্ম্মের নামের কারণ সমুদ্রের দুর তীরস্থেরা তোমার
অপেক্ষ করিবে এবং তাহারদের রূপা স্বর্ণ সহিত
তোমার পুত্রেরদিগকে দূর হইতে আনিতে তার্শিশের
জাহাজ অপেক্ষা ও করিবে কেননা তোমাকে তিনি
১০ ঐশ্বর্য্যবান করিয়াছেন। বিদেশীয়েদের পুত্রেরা তোমার
দেয়াল গাঁথিবে এবং তাহারদের রাজারা তোমার
সেবা করিবে কেননা আমার কোপে তোমাকে মারি
লাম কিন্তু আমার অনুগ্রহে অতি স্নেহ করিয়া তোমার
১১ সহিত আলিঙ্গন করিব। দেশীয়েরদের ধন তোমার
ঠাঁই আনিতে ও তাহারদের রাজারা ঐশ্বর্য্য পরিবেষ্টিত
আইসনের কারণ তোমার দ্বার এ নিত্য খুলা থাকিবেক
১২ দিনে কি রাত্রিতে তাহা বন্ধ হইবে না। কেননা যে
লোক ও যে রাজ্য তোমার সেবা করিতে চাহে না তাহার
দের ক্ষয় হইবে বটে সে দেশীয়েরা একাদিক্রমে নষ্ট
১৩ হইবে। লবাননের তেজ তোমার স্থানে আসিবে বরোশ
তদহর ও তাশোর বৃক্ষ একত্র আমার পবিত্র স্থান
সুন্দর করিতে এবং আমার পদস্থিত স্থান যাহা
১৪ আমার তাহা সম্ভ্রম করনের কারণে আসিবে।
এবং তোমার অন্যায়দণ্ডকেরদের সন্তানেরা প্রণাম
করিতেং তোমার নিকট আসিবে এবং যাহারা তুচ্ছ
করিয়া তোমাকে দুর করিল তাহারা সকলে তোমার
চরণে প্রণাম করিবে এবং যিহুহার নগর যিশরালের

ঈর্ম্মের জীয়ন এমন তাহারা তোমার নাম রাখিবে।
১৫ এমন ত্যাগী ও ঘৃনিত যে কোন কেহ তোমা দিয়া গেল না তোমার সে রূপ হওনের স্থানে আমি নিত্য সুখ্যাতি ও সর্ব্ব পুরুষের আনন্দ করন
১৬ বস্তু তোমাকে করিব। তুমি ও অন্য দেশীয়েরদের দুগ্ধ চোষিবা তুমি ও রাজারদের বক্ষে পুতি পালিত হইবা এবং যে আমি য়িহূহা তোমার ত্রানকর্ত্তা আছি এবং যাঁকুবের পরাক্রান্ত যিনি যে তিনি তোমার
১৭ মুক্তদ এই তুমি জানিবা। পিত্তলের বদলি স্বর্ন এবং লোহার স্থানে রূপা এবং কাষ্ঠের বদলি পিতল এবং প্রস্তরের বদলি আমি লোহা দিব তোমার থানাদারেরদিগকে কুশল এবং তোমার পাটোয়ারীর
১৮ দিগকে ধর্ম্ম আমি করাইব। তোমার দেশে জোর করন ও তোমার সীমায় সর্ব্বনাশ ও আপদ কথা আর শুনা যাবে না কিন্তু তোমার দেয়ালের নাম ত্রান
১৯ এবং তোমার দ্বারের নাম স্তব বলিবা। দিনে আলো দিবার কারন তোমার সূর্য্য আর হইবে না রাত্রিতে ও চন্দ্রের কিরন তেজিয়া তোমার দীপ্তি করিবে না কেননা য়িহূহা তোমার নিত্য দীপ্তি হইবেন তোমার
২০ ঈশ্বরও তোমার তেজ হইবেন। তোমার সূর্য্য আর অস্ত যাবে না এবং তোমার চন্দ্র আর ক্ষীন হইবে না কেননা য়িহূহা তোমার নিত্য আলো হইবেন তোমার শোক করন দিন ও সাঙ্গ হইবে।
২১ তোমার সকল লোক ও পুন্যবান হইবে আপনার নামের কারন আমার লাগা কলম আমার হস্ত

কৃত ক্রিয়া তাহারা সে দেশের অধিকার নিত্য
২২ পাইবে। ক্ষুদ্র যে জন সে সহস্র হবে এবং ছোট
যে জন সে দেশীয় বলবান সমূহ হইবে আমি যিহুহা
ওচিত্ত কাল তাহা তাগাদা করিব।—

পর্ব্ব ৬১ যিহুহার আত্মা আমার ওপরস্থ আছে কেননা
যিহুহা আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন মৃদু লোকের
দের কাছে মঙ্গল সমাচার কহিতে ভগ্নান্তঃকরণীয়ের
দিগকে সুস্থ করিতে অন্য দেশে বন্ধিতেরদের কাছে
বন্ধ মোচন এবং বন্ধিতেরদিগকে পূর্ণ বিমোচন
২ সমাচার প্রকাশ করিতে যিহুহার গ্রাহ্য বৎসর। এবং
আমারদের ঈশ্বরের প্রতিফল দেওন দিন ঢেড়ি দিয়া
প্রকাশ করিতে যাহারা শোকিত হয় তাহারদিগকে
৩ সান্ত্বনা করিতে জীয়নের শোকিত লোকেরদিগকে
হর্ষ দিতে তাহারদিগকে ও ছাইর বদলি সুন্দর
মুকুট দিতে ও দুঃখের স্থানে আনন্দকরা তৈল
ও ভারাক্রান্ত মনের স্থানে স্তব বস্ত্র দিতে তাহার
দিগকে যেন গ্রাহ্য বৃক্ষ যিহুহার আপন সম্ভ্রমের
কারন ওদ্যান কহিতে পারা যাওনের কারন তিনি
৪ আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমা হইতে উৎপাদ
নীয় যাহারা তাহারা পূর্ব্বকালের ভাঙ্গাচুরা পুনঃ
গাঁথিবে তাহারা পূর্ব্বকালের বিনাশ পুনর্ব্বার
সারিবে নরশূন্য নগর পূর্ব্বকালাবধি বরাবর নাশ
৫ ও তাহারা ভাল করিবে। বিদেশীয়েরা খাড়া হইয়া
তোমারদের পাল চরাইবে এবং অন্য জাতীয়েরদের

৬১ একষষ্ঠীয় পর্ব্ব যিশাঈহা।—

৬ সন্তানেরা তোমারদের কৃষান ও দ্রাক্ষাকৃষক হইবে
কিন্তু তোমরা যিহুহার যাজক বিখ্যাত হইবা আমার
দের ঈশ্বরের সেবক তোমারদের পদবী হইবে তোমরা
অন্য দেশীয়েরদের ধন খাইতে পাইবা এবং তাহার
৭ দের ঐশ্বর্য্যে তোমরা দর্প কথা কহিবা। তোমারদের
লজ্জার বদলি তোমরা দ্বিগুন অধিকার পাইবা তোমার
দের অপমানের স্থানে তাহারদের অংশে আনন্দ
করিবা কেননা তাহারদের দেশে তোমরা দ্বিগুন বাঁটাধি
কার পাইবা অনন্ত হর্ষাধিকার ও তোমরা পাইবা।
৮ কেননা আমি বিচাররোচী ও দৌরাত্ম্য এবং অযথার্থ
ঘৃণী যিহুহা হই তাহারদের ক্রিয়ার ফল আমি
তাহারদিগকে নিশ্চয় দিব এবং অক্ষয় বন্দোবস্ত
৯ তাহারদের সহিত করিব। অন্য দেশীয় লোকেরদের
মধ্যে তাহারদের সন্তানেরা এবং লোকেরদের মধ্যে
তাহারদের উৎপন্ন নাম লব্ধ হইবে যে তাহারা
যিহুহার বরপ্রাপ্ত সন্তান যত লোক তাহারদিগকে
দেখে তাহারা সকল এই স্বীকার করিবে।—
১০ আমি যিহুহায় বড় আনন্দ করিব আমার ঈশ্বরে
আমার প্রান বড় উল্লাষ করিবে কেননা যেমন বর
আপনাকে যাজকীয় মুকুট দিয়া বিভুষিত করে এবং
যেমন কন্যা বহুমূল্য রত্নেতে বিভুষিতা তেমন
তিনি ত্রানের পরিচ্ছদ আমাকে পরিধান করিয়াছেন
তিনি ধর্ম্মশালে আমাকে ঢাকিয়াছেন।—
১১ অবশ্য যেমন পৃথিবী কমল তৃন বাহিরায় এবং
যেমন উদ্যান বীজের অঙ্কুর জাগায় তেমন যিহুহা

ভগবান বীর্য্য ও স্তব সকলের গোচরে বাহির করিবেন ।

পর্ব্ব ৬২

১ আমি চীয়নার্থে চুপ করিব না এবং তাহার বীর্য্য করিব না যাহা আলোর ন্যায় তাহার ত্রাণ এ প্রজ্বলিত ডামরের মত প্রকাশ না হইলে আমি য়িরোশলমার্থে বিশ্রাম করিব না । ২ অন্য দেশীয় লোকেরা তোমার বীর্য্য এবং সকল রাজারা তোমার তেজ দেখিবে কেননা যে নূতন এক নাম য়িহুহার মুখ তোমাকে দিবে তুমি সে নামেতে খ্যাত হবা । ৩ তুমি য়িহুহার হস্তস্থ সুন্দর মুকুট এবং তোমার ঈশ্বরের হস্ত গ্রহণস্থ রাজটোপর হইবা । ৪ তুই ত্যাগী এই কথা তোমাকে আর কখন বলিতে হইবে না তোমার দেশকে তুই নরশূন্য এইও বলিতে হইবে না কিন্তু তুমি আমার সন্তোষা তোমার দেশ ও বিবাহিত নারী নামাঙ্কিত হবে কেননা তোমাতে য়িহুহার সন্তোষ হইবে এবং তোমার দেশের বিবাহ হইবে । ৫ কেননা যেমন যুবা পুরুষ আইবড় কন্যাকে বিবাহ করে সে মত তোমার যুবজন তোমাকে বিবাহ করিবেন এবং যেমন বর কন্যার ওপরে আনন্দ করে তেমন তোমার ঈশ্বর তোমার ওপর আনন্দ করিবেন ।—

৬ হে য়িরোশলম তোমার দেয়ালের ওপর সমস্ত দিন আমি চৌকিদার রাখিয়াছি তাহারা ও সমস্ত রাত্রি চুপ করিবে না । ৭ হে য়িহুহার নাম প্রকাশীরা তাহার য়িরোশলম স্থির করণ ও পৃথিবীতে সুখ্যাতি করণ পর্য্যন্ত তোমরা চুপ করিও না এবং তাহাকে চুপ থাকিতে দিও না । ৮ য়িহুহা আপনার দক্ষিণ হস্ত

ও বলবান ভুজ লইয়া কিরা করিয়াছেন তোমার শত্রুরদের ভক্ষ্যের কারন আমি তোমার শস্য আর দিব না তোমার । দ্রাক্ষা রসের কারন শ্রম করিয়াছ বিদেশীরদের পুত্রেরা ও তাহা পীতে পাইবে ৯ না। কিন্তু যাহারা ফসল কাটে তাহারা তাহা খাইয়া য়িহুহার স্তব করিবে এবং যাহারা দ্রাক্ষা পাড়ে তাহারা আমার পবিত্র স্থানে রস পীবে।
১০ তোমরা যাও দ্বার দিয়া যাও লোকেরদের পথ প্রস্তুত কর বন্ধ সড়ক বন্ধ পাথর কুড়াইয়া তাহা পরিষ্কার কর ও দেশীয় লোকেরদের প্রতি ধ্বজা উচ্চ করাও।
১১ দেখ পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত য়িহুহা এ কথা ঢেড়ি দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন চীয়নের কন্যাকে কহ দেখ তোমার ত্রাণকর্ত্তা আসিতেছেন দেখ তাহার ফলো দয় তাহার সহিত এবং তাহার কর্ম্মের ফল তাহার আগে আছে তাহারা ও ধার্ম্মিক লোক য়িহুহার
১২ উদ্ধৃত কহিতে হইবে। এবং তোমার নাম বহু ইষ্ট নিস্ত্যাগ সহর কহিতে হইবে।

পর্ব্ব ৬৩ যিনি আদোম হইতে আসিতেছেন বহু রঙ্গকৃত বস্ত্রে বজরা হইতে আসিতেছেন এই পরিচ্ছদে ঐশ্বর্য্যবান আপন বলের মহত্ত্বে গমন করিতেছ তিনি কেতা ধর্ম্মে প্রকাশক তারিতে শক্ত যে আমি আমি
২ তিনি। তোমার পরিচ্ছদ রাঙ্গা এবং তোমার বস্ত্র দ্রাক্ষা
৩ চাপ দলায়ক কোন তাহার মত কেন। আমি দ্রাক্ষাচাপ একলা দলাইয়াছি এবং লোকেরদের কেহ আমার সহিত ছিল না আমি ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারদিগ

দলাইলাম এবং আমার কোপে তাহারদিগকে ঘুস্মিলাম তাহারদের জীবনের রক্ত আমার পরিচ্ছদের ওপরে ছিটা গেল এবং আমার সকল বস্ত্র রাঙ্গাইয়াছি।
৪ কেননা প্রতিফল দে. . দিন আমার চিত্তে ছিল এবং
৫ আমার মুক্ত লোকেরদের বৎসর আসিয়াছিল। এবং আমি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম ওপকার করিতে কেহ নাহি এবং কেহ ধারন করিতে না হইয়া চমৎকৃত ছিলাম অতএব আমার স্বহস্ত আমার কারন নিস্তার করিল এবং আমার ক্রোধ আমাকে ধারন করিল।
৬ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে দলাইলাম আমার কোপে ও তাহারদিগকে চেষ্টা করিলাম এবং তাহারদের জীবনের রক্ত মৃত্তিকায় ফেলিলাম।—
৭ আমারদিগকে যিহুহা যেং সকল দিয়াছেন এবং যিশরালের বংশেরদিগকে যে ভদ্রতার মহত্ত্ব তাহার স্নেহ এবং মহাপ্রেমতে দিয়াছেন তদনুযায়ী যিহুহার
৮ কৃপা যিহুহার স্তবই তাহা আমি মনে করিব। কেননা তিনি বলিলেন তাহারা অবশ্য আমার লোক শিশুরা যে মিথ্যা হইবে না তাহারদের সর্ব্ব দুঃখে ও তিনি
৯ তাহারদের ত্রানকর্ত্তা ছিলেন। তাহারদিগকে যিনি ত্রান করিলেন তিনি এক ওকিল কিম্বা তাহার স্থান হইতে এক দূত নহে আপন প্রেম ও স্নেহেতে তিনি আপনি তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন তিনি ও তাহার দিগকে লইয়া পূর্ব্বকালের সমস্ত দিন বহিলেন
১০ কিন্তু তাহারা হুজ্জুত করিল এবং তাহা . ধর্ম্মাত্মার শোক করাইল যেন তিনি তাহারদের . ত্রু হইলে

১১ এবং তাঁহারদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তিনি ও পর্ব্ব কালের দিন ও তাহার মোশা সেবক মনে পাইলেন।
১২ মোশার যাত্রায় আপনার তেজোবান ভুজ তাহার দক্ষিণে সহিত করাইয়া আপন অক্ষয় সুখ্যাতি
১৩ করনার্থে জল দুই ভাগ করিয়াছেন যেমন মাটে ঘোড়া তেমন তাহারদিগকে গভীর দিয়া অনাটকে গমন করাইয়া তিনি কেমন তাহারদিগকে সমুদ্র হইতে তাহার পালের রক্ষকের সহিত আনিলেন তিনি কেমন
১৪ তাহার বক্ষে আপন ধর্ম্মাত্মা দিলেন যেমন পাল নীচ ভুমিতে নামে তেমন য়িহুহার আত্মা তাহার পথ দেখাইল তেমন আপনার বড় নাম করিতে তোমারি লোকেরদিগকে পথ দেখাইয়াছ।—

১৫ স্বর্গ হইতে দৃষ্টিপাত কর তোমার পবিত্র ও তেজোবন্ত বসতি হইতে দেখ তোমার বীর্য্য তাপ ও মহা পরাক্রম তোমার অন্তরের স্নেহ এবং অতি প্রেম কোথায় তাহা কি আমারদিগ হইতে বাঞ্চিত
১৬ হইল। তুমি অবশ্য আমারদের গোত্র কেননা আবরহাম আমারদিগকে জানে না ও য়িশরাল আমারদিগকে স্বীকার করে না হে য়িহুহা তুমি আমারদের গোত্র আমারদিগকে আপনার নামার্থে
১৭ পরিত্রান করহ। হে য়িহুহা কি নিমিত্ত আমারি দিগকে তোমার পথ হইতে চুক করিতে এবং আমারদের অন্তঃকরন তোমার ভয় ছাড়িয়া শক্ত করিতে দিতেছ তোমার দাসেরদের জন্য তোমার
১৮ অধিকারের গোষ্ঠীরদের জন্য ফির। যে আমার

দের বৈরীরা তোমার পবিত্র পর্ব্বতাধিকার করিয়াছে
যে তাহারা তোমার পবিত্র স্থান দলাইয়া ফেলিয়াছে
১৯ সে অতি অল্পকাল। যাহারদিগকে তুমি কর্ত্তৃত্ব না
করিয়াছ ও যাহারা তোমার নামে নামধেয় নহে
আমরা বহুকাল ও তাহারদের মত ছিলাম।

পর্ব্ব ৬৪

আহা যেন পর্ব্বতগণ তোমার সাক্ষাতে গলিয়া
যায় তুমি যদি হেন মত স্বর্গ ছিড়িয়া নামিবা
২ যেমন আগুন শুষ্ক খড় জ্বালায় ও যেমন আগুনে
জল ফুটায় তেমন তোমার শত্রুরদের প্রতি তোমার
নাম জানাইতে দেশীয়েরা তোমার বিদ্যমানে কম্পার্থ
৩ সে মত নায়। আমারদের অনপেক্ষ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া
যখন তুমি করিয়াছ তখন তুমি নামিয়াছিলা তখন
৪ পর্ব্বতগণ তোমার বিদ্যমানে গলিয়া গেল। কেননা
তোমা ছাড়া ঈশ্বর যে আপন শরণাগতেরদের কারণ
এমত কার্য্য করেন মনুষ্যেরা কোন কালে এই শুনিল
না এবং কর্ণে জ্ঞাত ও ছিল না এবং চক্ষু ও
৫ দেখিতে না পাইয়াছে। যাহারা ধর্ম্ম করে যাহারা
তোমার পথে তোমাকে মনে করে তুমি আনন্দিত
হইয়া তাহারদের সহিত দেখা করিতেছ। দেখ তুমি
ক্রুদ্ধ হইয়াছ কেননা আমরা পাপ করিয়াছি আমার
দের কার্য্যেতে ক্রুদ্ধ কেননা আমরা প্রবৃত্তি করিয়া
৬ ছিলাম। আমরা সকল অশুচি বস্তুর ন্যায় হইয়াছি
আমারদের সকল পুণ্য ক্রিয়া ও ছাড়নীয় বস্ত্রের মত
আমরা সকল পাতার মত শুষ্ক আছি আমারদের

৭ পাপ ও বায়ুর ন্যায় আমারদিগকে ওড়াইয়াছে। যে তোমার নামে নিবেদন করে যে তোমাকে ধরিতে আপনার চৈতন্য করে এমন লোক কেহ উপস্থিত নহে অতএব আমারদিগ হইতে তোমার মুখ গুপ্ত রাখিয়াছ এবং আমারদের অযথার্থের হাতে আমারদিগকে ৮ সমর্পণ করিয়াছ। কিন্তু হে য়িহুহা তুমি আমারদের পিতা আমরা মৃত্তিকা তুমি আমারদিগকে নির্ম্মান ৯ করিয়াছ আমরা সকল তোমার হস্তকৃত কার্য্য। হে য়িহুহা তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইও না সদাকাল অযথার্থ মনে রাখ না দেখ আমরা মিনতি করি আমারদের ১০ উপর দৃষ্টি কর আমরা সকল তোমার লোক। তোমার পবিত্র সহর অরন্য হইয়াছে চীয়ন অরন্য হইয়াছে ১১ য়িরোশলম নরশূন্য আছে। আমারদের পবিত্র ও সুন্দর স্বস্তিক যাহার মধ্যে আমারদের পিতৃ লোকেরা তোমার ভজনা করিল তাহা যোলোয়ানা অগ্নিতে পোড়া হইয়াছে বরং আমারদের সকল ১২ অভিলষ্য শ্মশানাকার হইয়াছে। হে য়িহুহা এ সকল দেখিয়া তুমি কি কিছু ক্ষমা করিবা না তুমি কি চুপ করিয়া থাকিবা আমারদিগকে মহা দুঃখ ও দিতে এক্ষন ছাড়িবা না।—

পর্ব্ব ৬৪ যাহারা আমার কারন জিজ্ঞাসা করিল না তাহারদের কাছে আমি জ্ঞাত হইয়াছি যাহারা আমাকে চেষ্টা না করিয়াছে তাহারা আমা প্রাপ্ত হইয়াছে যে দেশীয় লোকেরা কখন আমার নাম নিবেদন করে

না তাহারদিগকে আমাকে দেখ আমি এখানে
২ আছি এ কথা কহিয়াছি। স্বস্তুতি আপন
অভিলাষানুযায়ী কুপথগামী বাগানের মধ্যে
৩ বলিদানকারী ও খপরেলেতে সুগন্ধি দাহী আমার
বিদ্যমানে আমাকে নিত্য কষ্টকারী শ্মশানে নিবাসী
৪ গহ্বরবাসী শূকরের মাংসখাদী এবং যাহারদের
পাত্রে ঘৃণিত মাংসের ঝোল আছে এমন লোকের
দের কাছে আমি সমস্ত দিন হাত বিস্তার করি
৫ য়াছি। যাহারা বলে থাক তুই আমার নিকট
আসিস না কেননা আমি তোমা হইতে শুদ্ধ ইহারা
আমার নাসিকায় ধূয়া এবং সমস্ত দিন প্রজ্বলিত
৬ অগ্নি জ্বালায়। দেখ আমার ঠাই এই লেখা আছে
য়িহুহা কহেন আমি চুপ রহিব না কিন্তু অবশ্য
৭ প্রতিফল দিব। য়িহুহা কহেন যাহারা পর্ব্বতের
উপর সুগন্ধি পোড়াইয়াছে ও গিরির উপর আমার
অসম্ভ্রম করিয়াছে তাহারদের নিজ অযথার্থ ফল এবং
তাহারদের পিতৃ অযথার্থ ফল আমি একী সময়ে
তাহারদের নিজ বক্ষে দিব।—
৮ য়িহুহা এ কথা কহেন অবশ্য তাহারদের পূর্ব্ব
কালের পূর্ণ মাপ তাহারদের বক্ষে আমি দিব। যেমত
কেহ থকাতে ভাল দ্রাক্ষা পাইয়া বলে তাহা নষ্ট
করিও না কেননা তাহাতে আশীর্ব্বাদ আছে তেমন
আমার সেবকার্থে আমি করিব আমি সকল ধ্বংস
৯ করিব না। সেমত আমি যাঁকুব হইতে এক বীজ

য়াকোবের হইতে এবং যিহোদা হইতে আমার পর্ব্বতের এক অধিকারী উৎপন্ন করিব এবং আমার মনোনীতেরা সে দেশ অধিকার পা ব এবং আমার সেবকেরা

১০ সেখানে বসতি করিবে। আমার যে লোকেরা আমাকে চেষ্টা করিয়াছে তাহারদের কারণ শারণ ও মেষ পালের শালা হবে এবং আখোরের মাঠ গোপাল শয়নস্থান ও হবে।—

১১ কিন্তু তোমরা যিহুহাত্যাগী এবং আমার পবিত্র পর্ব্বত বিস্মারী তোমরা যে গাদের কারন মেজ সাজাও এবং মনিকে পানীয় বস্তু দেও তোমার

১২ দিগকে তলোয়ারেতে গনন করিয়া দিব এবং তোমরা সকল বধ্যার্থ শুইবা কেননা আমি ডাকিলাম কিন্তু তোমরা প্রত্যুত্তর দিলা না আমি কহিলাম কিন্তু তোমরা শুনিতে চাহিলা না কিন্তু আমার দৃষ্টিতে কুক্রিয়া যাহা তাহা করিয়াছ এবং যাহাতে আমার সন্তোষ

১৩ নহে তাহাও তোমরা পসন্দ করিয়াছ। অতএব যিহুহা ভগবান এ কথা কহেন দেখ আমার দাসেরা খাইতে পাইবে কিন্তু তোমরা ক্ষুধিত হইবা দেখ আমার দাসেরা পীতে পাইবে কিন্তু তোমরা তৃষ্ণিত হইবা দেখ আমার দাসেরা আনন্দ করিবে কিন্তু তোমরা বৈমুখ

১৪ হইবা। দেখ আমার দাসেরা মনের হর্ষেতে উচ্চস্বরে গান করিবে কিন্তু তোমরা মনস্তাপেতে চীৎকার করিবা এবং ভগ্নাত্মা ব্যথাতে ক্রন্দন করিবা। তোমরা

১৫ ও শাপ বস্তুর কারন আপনারদের নাম আমার মনোনীতেরদের জন্য ছাড়িয়া দিবা যিহুহা ভগবান

ও তোমারদিগকে বধ করিবেন এবং আপনার দাসেরদের আর এক নাম রাখিবেন।

১৬ পৃথিবীতে যে জন আপনার আশীর্ব্বাদ করে সে সত্যতার ঈশ্বরে আপনাকে আশীষ দিবে এবং পৃথিবীতে যে জন কিরা করে সে সত্যতার ঈশ্বর লইয়া কিরা করিবে কেননা পূর্ব্বক্লেশদায়ী ক্রিয়া বিস্মৃতি হইয়াছে এবং আমার দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদিত আছে।

১৭ কেননা দেখ আমি নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করি এবং পূর্ব্ব যাহা ছিল তাহা মনে রহিবে না তাহা ও আরবার মনে আসিবে না।

১৮ কিন্তু ভবিষ্যৎকাল যে আমি সৃষ্টি করি তাহাতে তোমরা আহ্লাদ এবং উল্লাষ করিবা কেননা দেখ আমি যিরোশলম আনন্দ করন হেতুক ও তাহার লোকেরদিগকে হৃষ্ট হওনের হেতুক সৃষ্টি করি।

১৯ এবং আমি যিরোশলমে উল্লাষ করিব ও আমার লোকে আনন্দ করিব এবং তাহার মধ্যে আরবার ক্রন্দন কিম্বা হাহাকারের নাদ শুনা যাবে না।

২০ অল্পায়ু বালক কিম্বা যাহার দিন পূর্ণ নহে এমন বৃদ্ধ মানুষ সেখানে আর হবে না। কেননা যে জন একশত বৎসর বয়ক্রমে মরে সে কেবল ছোকরা মরিবে তথাচ পাপগ্রস্ত যে একশত বৎসর বয়ক্রমে মরে সে শাপগ্রস্ত যাত হবে।

২১ ও তাহারা ঘর গাঁথিয়া তাহাতে বাস করিবে এবং দ্রাক্ষা ক্ষেত্র করিয়া তাহার ফল খাইবে।

২২ তাহারা আর লোক তাহাতে বাস করনের জন্য গাঁথিবে না তাহারা অন্য লোকের

ভোগ করনের কারন হইবে না। কেননা যেমন
বৃক্ষের দিন তেমন আমার লোকের দিন হইবে
তাহারা ও আপনারদের হস্তকৃত কার্য্য হইতে অধিক
২৩ কাল থাকিবে। আমার পসন্দিতেরা নিরর্থক
শুম করিবে না এবং অল্পায়ু সন্তানেরদিগকে
জন্মাইবে না ও তাহারদের সন্তান তাহারদের সহিত
২৪ য়িহ্বহার ধন্য সন্তানেরা হইবে। তাহারদের ডাকনের
পূর্ব্বে ও আমি পুত্যুত্তর দিব তাহারা কহিবা
২৫ মাত্রই শুনিব। ভেড়িয়াল ও মেষের বাচ্চা এক স্থানে
চরিবে এবং সিংহ গরুর মত পোয়াল খাইবে
সর্পের ভক্ষ্য ও ধূলা হইবে য়িহ্বহা কহেন আমার
পবিত্র পর্ব্বতের সর্ব্বত্রে তাহারা হিংসা করিবে
না ও নাশ করিবে না।—

পর্ব্ব য়িহ্বহা এ কথা কহেন স্বর্গ আমার সিংহাসন
৬৬ ও পৃথিবী আমার পদাসন এ যে ঘর তোমরা আমার
কারন গাঁথিতেছ সে কোথায় এবং আমার বিশ্রাম
২ করন স্থান ও কোথায়। কেননা য়িহ্বহা কহেন
এ সকল বস্তু আমার হস্ত গড়িয়াছে এবং এ
সকল বস্তু আমার কাছে কিন্তু যে জন নম্র ও
ভগ্নাত্মা বিশিষ্ট ও আমার কথাতে ভয় করে এমন
লোকের পুতি আমি দৃষ্টি করিব।—

৩ যে জন গরু মারে সেই মনুষ্য মারে। যে জন মেষের
বাচ্চা বলি দেয় সে কুক্কুরের মাথা ছেদন করে।
যে জন উৎসর্গ করে সে শূকরের রক্ত দেয়। যে জন
[illegible] ধূপ পোড়ায় সে দেবের আশীর্ব্বাদ করে। তাহারাই

আপনারদের পথ পসন্দ করিয়াছে এবং তাহারদের
৪ ঘৃনিত কার্য্য তাহারদের মন ভাল বাসে আমি
ও তাহারদের আপদ পসন্দ করিব ও তাহারা যাহা
ভয় করে তাহা তাহারদের ওপরে আনিব। আমি
ডাকিলাম কিন্তু কেহ প্রত্যুত্তর দিল না। আমি
কহিলাম কিন্তু তাহারা শুনিতে চাহিল না। যাহা
আমার দৃষ্টিতে কুকর্ম্ম তাহা তাহারা করিয়াছে এবং
যাহাতে আমার তুষ্টি নহে তাহা তাহারা পসন্দ
করিয়াছে। সেই কারন তাহা করিব।—
৫ হে তোমরা যিহুহা বাক্যেতে ভীতেরা যিহুহার
কথা শুন তোমারদের যে ভ্রাতারা তোমার দিগকে
ঘৃনা করে এবং যাহারা আমার নামার্থে তোমার
দিগকে ঠেলিয়া ফেলে তাহারদের কাছে কহ
যিহুহার নাম অবশ্য চলিবে তিনি প্রকাশ হবেন।
তোমার আনন্দের কারনই তিনি প্রকাশ হবেন
এবং তাহারা ওত্তর রহিত হইবে।—
৬ নগির হইতে হুড়াহুড়ি শব্দ মন্দির হইতে শব্দ
শুনা যায় আপন শত্রুগনকে কর্ম্মের ফল দেওন
যিহুহার শব্দ শুনা যায়।—
৭ সেই যন্ত্রনার পূর্ব্বে প্রসব হইল গর্ব্ভ ব্যথার
৮ পূর্ব্বে পুত্র প্রসব হইল কেডা এই প্রকার কথা
শুনিতে পাইয়াছে এ কার্য্যের মত কেডা দেখিয়াছে
এক দিবসে রাজ্য সমুহ কি প্রসব হইয়া থাকে কোন
দেশীয় লোক সমুহ এক নিমেষে জন্মিয়া থাকে
কেননা জীয়নের গর্ব্ভ ব্যথা হইবা মাত্রেই তাহার

৯ সন্তান প্রসব হইল। য়িহুহা কহেন আমি কি
জন্মকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিব এবং প্রসব করাইব না।
তোমার ঈশ্বর বলেন জন্মদাতা যে আমি আমি কি
১০ প্রসব বারন করিব। হে য়িরোশলয়প্রেমকেরা তাহার
১১ সহিত আনন্দ কর হে তাহার নিমিত্তে শোকিতেরা
তোমরা তাহার সান্ত্বনাকারীস্তনপানেতে পরিতুষ্ট
হওনার্থে তাহার বক্ষ সম্পদ হইতে সুভক্ষ্য ও
বাহির করনার্থে তাহার কারন মহা উল্লাষিত ও
আনন্দিত হও।—
১২ কেননা য়িহুহা এ কথা কহেন দেখ যেমন বড়
নদী তেমন তাহাকে মঙ্গল দাইব এবং যেমন উথলীয়
স্রোত তেমন দেশীয়েরদের ধন আবরণ করির তোমরা
ও স্তন পান করিবা তোমারদিগকে ও কোঁকে
করিয়া বহিতে হইবে এবং হাঁটুর উপর নাচাইতে
১৩ হইবে। স্বমাতৃ সান্ত্বনীয় কোন কাহার মত আমি
তোমারদিগকে সান্ত্বনা করিব য়িরোশলয়ে ও তোমরা
১৪ সান্ত্বনা পাইবা। তোমরা ও তাহা দেখিতে পাইবা এবং
তাহা দেখিয়া তোমারদের অন্তঃকরণ আনন্দ করিবে
তোমারদের হাড়ও সবুজ গাছের মত তেজোমন্ত
হইবে এবং য়িহুহার হাত তাহার দাসেরদের কাছে
প্রকাশ হইবে তিনি ও তাহার শত্রুরদের বিরুদ্ধে
১৫ ক্রোধালোড়িত হইবেন। কেননা দেখ মহাতাপে তাহার
ক্রোধ ও তাহার ধমকান অগ্নির শিখা রূপে ভাপা
ইতে য়িহুহা অগ্নির মত আসিবেন এবং তাহার রথ
১৬ ঘুরণীয় বায়ুর মত হবে। কেননা য়িহুহা অগ্নি দিয়া

এবং তাহার তলোয়ার দিয়া সকল প্রাণীরদের বিচার করিবেন এবং যিহুহা হত অনেক হইবে।—

১৭ আস্কুদের ব্যবস্থানুসারে শূকরমাংস ও হারম বস্তু ও মূষিকাখাদকের মধ্যে উদ্যানে যাহারা আপনার দিগকে পবিত্র করে ও আপনারদিগকে পরিষ্কার করে যিহুহা কহেন তাহারা একত্রই সংহারিত

১৮ হইবে। কেননা তাহারদের ক্রিয়া ও তাহারদের ভাওর আমি জানি আমি ও সকল দেশীয় ও ভাষীর দিগকে একত্র করিতে আইসি এবং তাহারা আসিয়া

১৯ আমার তেজ দেখিবে। আমি ও তাহারদিগকে এক চিহ্ন দিব এবং যাহারা বাঁচে তাহারদের কতক জন অন্য দেশীয়েরদের কাছে পাঠাইব তাহাই বিনুস্কুর তার্শিশ ও ফল ও লুদেরদের কাছে ও দূর সীমায় তুবল ও যিয়োনের কাছে ও যাহারা আমার নাম কখন শুনিল না ও যাহারা আমার ঐশ্বর্য্য কখন দেখিল না তাহারদের কাছে এবং তাহা' অন্য দেশীয় লোকের

২০ দের মধ্যে আমার ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিবে। যিহুহা কহেন যিশরালের সন্তানেরা যেমত পবিত্র পাত্র করিয়া যিহুহার ঘরে নিবে নার্যিয় আনিল তেমন ও তাহারা ঘোড়া ও পালকি ও ডুলি ও খচর ও উষ্ট্র আরোহণ করাইয়া যিহুহার প্রতি উৎসর্গার্থে সর্ব্ব দেশীয়েরদিগ হইতে যিরূশালম পবিত্র পর্ব্বতে

২১ তোমার সকল ভ্রাতারদিগকে আনিবে। যিহুহা ও কহেন তাহারদের কতক জন পুরোহিত ও লেভিরদের

২২ কারণ আমি লইব। কেননা যিহুহা কহেন যে নূতন

স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী আমি সৃষ্টি করি তাহা যেমন আমার বিদ্যমানে নিত্য রহে তেমন তোমার সন্তান
২৩ এবং তোমার নাম ও থাকিবে। যিহুহা কহেন এমন ও হইবে অমাবস্যায়২ ও শাবতে২ সকল প্রানীরা আমার স্থানেতে ভজনা করিতে আসিবে। যে লোক
২৪ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল তাহারা বাহিরে যাইয়া তাহারদের শব দেখিবে কেননা তাহারদের কীট মরিবে না এবং তাহারদের অগ্নিও নিবিয়া যাবে না এবং তাহারা প্রতি প্রানীর দূনিত বস্তু হইবে।